Printed and published by
Alpha-Beta Publications
Post Box 2539, Calcutta 1

কৈফিয়ৎ

চাবুক ! ?

সাহিত্যের জগতে এই বোধ হয় প্রথম সৃষ্টি এক সঙ্গে দু'টি বিরাম চিহ্নের প্রয়োগ। চিহ্ন দু'টি প্রয়োগের মধ্যে অনেক তাৎপর্য রয়ে গেছে। প্রথমে বিস্ময় এবং পরে জিজ্ঞাসার চিহ্ন। বিশ্বে এত নাম থাকতে হঠাৎ চাবুক নামটি কেন বেছে নিলাম ?

শুনেছি বিষ দিয়ে বিষ তোলা যায় সহজে। কালকূট দংশন করে তার হলাহল ঢেলে দেয় মানুষের দেহে। আবার সেই নিজের বিষই তোলে যখন ওঝার পাল্লায় পড়ে।

কুৎসিত আর সুন্দরের কখনো মিল হয় না। কারণ কুৎসিত চিরদিনই আঁস্তাকুড়ের তলায় পড়ে থাকে। ওখানেই তার জন্ম। সে কোন দিনই সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ এর সামনে আসতে পারে না। কাঠে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়লে মুহূর্তে দাবানলের মতো জ্বলে, ওঠে, এ ত ঠিক তেমনি, কারণ অগ্নি হচ্ছে পবিত্রের প্রতীক। সংসারের সমস্ত পাপ কালিমাকে দূরে সরিয়ে সমাজে এক নতুন আলোর বন্যা বইয়ে দিয়ে যায় প্রতিটি জনগণের মনের মণিকোঠায়। তাই কাঠ হচ্ছে পাপ-তাপ-অত্যাচার-উৎপীড়নের, আর অগ্নি হচ্ছে প্রেম-পবিত্র-মৈত্রী-ভালবাসার।

তাই অগ্নিকে আজ আমাদের বেছে নিতে হবে। প্রথমে বিস্মিত হয়েছিলাম—সত্যিই কি অগ্নির দরকার! আবার পর মুহূর্তে এই প্রশ্নও জেগে উঠল—কেন দরকার ?

ডাস্টবিনে যত আবর্জনা জমা হয়। ওকে যত শীগগিরি দূরে সরিয়ে ফেলা যায় ততই আমাদের মঙ্গল। নইলে সংক্রামক ব্যাধির মতো ধীরে ধীরে শেকড় গেড়ে বসবে, তখন আর কোন কিছু করবার অবকাশ থাকবে না।

পরিশেষে এইটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই, এতদিন যে চাবুক খেতে খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, এ সে চাবুক নয়। এ এক নতুন রাজ্যের সন্ধান এনে দেবে। মনের কালিমাকে সরিয়ে রাখবার জন্য আজ এই চাবুকের বিশেষ প্রয়োজন।

এত চেষ্টা সত্বেও অনেক দোষ-ত্রুটি রয়ে গেল আমার। সে সব যদি পাঠক-পাঠিকা নিজ গুণে ক্ষমা করে নেন, তাহলে পরবর্তী সংস্করণে এর দোষ-ত্রুটি মুক্ত করতে চেষ্টা করব।

ইতি—

কবি

কবিশেখর কালিদাস রায়কে

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বিধাতার দান	১	পাশ করা ছেলে	৪৬
চাবুক !	২	মানুষ ও প্রকৃতি	৪৮
মানুষ কোথায় ?	৪	আত্মীয়তার কষ্টিপাথর	৫১
এরা কি মানুষ !	৬	সমাজ চিত্র	৫৩
সুদখোর	৮	নারী ও পুরুষ	৫৬
জমিদার	১১	বড় লোক ও গরীব লোক	৫৯
পুরুতগিরি	১৪	কালের চাকা	৬১
সমাজপতি	১৭	নারীত্ব	৬২
হঠাৎ-বাবু	২০	মানুষ কি স্বাধীন ?	৬৫
কবিরাজ	২৩	জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ	৬৮
সমাজ মাহাত্ম্য	২৬	বিয়ের হাওয়া	৭১
সৃজন রহস্য	২৯	মহাপুরুষের আগমন	৭৩
অস্পৃশ্যতা	৩১	ভক্তের ভগবান	৭৫
বর্ত্তমান জগত	৩৪	প্রকৃতি	৭৭
সাধক	৩৭	ভাল মন্দ	৭৯
নারীর শিক্ষার বহর	৩৯	প্রকৃত বীর	৮০
পচা দুনিয়া	৪২	স্বর্গীয় ধরণী	৮১
নেতাগিরি	৪৩		

বিধাতার দান

তুমি, আমি, জন, শ্যাম, রাম ও রহিম,
শাদা কালো সভ্য বুনো ইংরাজ বাঙ্গালি,
মূর্খ-জ্ঞানি ভাল-মন্দ,—মানুষ অসীম,
সবায় মানুষ হেথা ধনী ও কাঙ্গালী।

রবি আলো দিয়ে যায় সকলের ঘরে,
নিখিল মানুষ সে যে বিধাতার দান,
বুদ্ধি দেছে, জ্ঞান দেছে,—সবাকার তরে,
জীবন দিয়াছে ঢালি বিমুক্ত পরাণ্।

কল্পনা মানুষে দেছে, ভাব দেছে কত—
করিতে কতই সৃষ্টি কর্ম্ম দিয়ে তারে,
অনুভূতি দেছে চিতে হেরিতে সকলে
সকল রূপের রূপ,—সৃষ্টি বিধাতার।

জীবন রসের খেলা, মানুষেই আছে,
ভগবান তাই থাকে মানুষের কাছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার।

২৮, আশ্বিন, '৫৭
রবিবার

চাবুক্ !

সপাং সপাং কশ চাবুক্, এই দুনিয়ার পিঠে,
লাগাও চাবুক আচ্ছা করে, আজকে কড়া মিঠে,
চল্ বহিয়ে ছুটুক শোণিত, ফিরুক মনের গতি,
সোজা দাঁড়াক্ পিঠের দাঁড়া, মাথায় ভিড়ুক্ মতি।

চাবুক্ কশি' কর সোজা, দুষ্ট দুনিয়ারে,
নইলে মানুষ একেবারে গেল ছারে-খারে,
চাবুক্ কশি' দাও দেখায়ে, বিধাতা আজ আছে,
শিষ্ট হবে দুষ্ট যেরে, তার বিধানের কাছে;

এই চাবুকের শাসন জোরে, মানুষ চিনুক্ জাতি,
মাথার পরিচয়ে তারে খুঁজুক্ পাতি পাতি,
দুষ্ট জগৎ হয়ে গেছে, সয়তানেরি বাসা,
দিন দুপুরে খেল্‌ছে মানুষ শকুনি কপট-পাশা;

সভ্যতা ও শিক্ষা যেন শুধুই মুখের বুলি,
মনুষ্যেতে মাত্ করিয়া চক্ষে ছোড়ে ধূলি,
নাম্‌তে নাম্‌তে গেছে নেমে, কোন্ নরকের নীচে,
মিথ্যে করে নাম ভাড়ায়ে সত্যে নাচে মিছে;

জুয়াচোরে গেছে ভরে এই দুনিয়ার স্থান,
মশা-মাছির ভিন্-ভিনানি ভেলকী ভরা ভান্,
মনের আলো নেভো নেভো নাইকো প্রাণের লেশ
হেথায় করে নরক-খেলা, —পাকা চোর যে বেশ!

সজ্জনের আজ নাইকো আদর বজ্জাত হ'ল বড়,
দম্ আট্‌কে কোণঠাসা সে, ভয়েই জড়সড়,
কশ চাবুক্ সপাং সপাং দুনিয়া কর সোজা,
সৎ দুনিয়া দাও আনিয়া; —সরাও দুষ্ট বোঝা।

৩, ফাল্গুন '৫৯।
রবিবার।

মানুষ কোথায় ?

মানুষ কোথায় ? মানুষ কোথায় ? —মানুষ কোথায় ? —বল.
এই দুনিয়ায় খুঁজতে মানুষ. —চোখ যে ছল-ছল.
আকাশ হতে সূর্য্য ঝরায়, —আলোর ফোয়ারা
সেই আলোতে মানুষ হেরি, —কারা সে' তারা ?

দুনিয়া ভর্‌তি আছে মানুষ. —মানুষ তাদের ক'টা ?
চিন্‌তে মানুষ তাদের মাঝে, —মন যে জটিল জটা !
দেখ্‌তে তো বেশ আকার প্রকার শুন্‌তে তো বেশ কথা
চিন্‌তে যেয়ে গুলিয়ে গেলাম, —কোথায় মানবতা ?

ব্যথার মানুষ চিন্‌তে যেয়ে, ব্যথাই আসে মনে,
জগত কিসে গেছে ভরে, —আগাছারই বনে !
মানুষ যেন শেয়াল, কুকুর, —বাঘা জানোয়ার,
আসল মানুষ চিনে নেওয়া, বড়ই হ'ল ভার !

ভগবান আজ গেলেন কোথায়, —পালিয়ে গেলেন কী ?
দেখে শুনে হদ্দ হয়ে, —হার মেনেছেন কী ?
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব গিয়েছে, সভ্যতা যে বালাই,
গোটা জগত দুই খেলেই কচ্ছে খাই খাই ;

দিন-দুপুরে আছে ভরি' মানুষ নকল খেলায়,
আসল পাওয়া জটিল বড়ই, এ মানুষের বেলায়,
কথায় কেবল চটপটানি, যায় না কিছুই বোঝা
মন যে গো মোর হার মেনেছে, —বৃথাই মানুষ খোঁজা!

দুঃখ, দরদ, সান্ত্বনা আর সব কি হ'ল মিছে,
মানুষ শুধুই দৌড় মারিছে, —ভোগ-বাসনার পিছে,
ব্যথার মানুষ চাই যে আমি বুঝতে বেদনায়,
সেই মানুষ আজ পাব কোথায়, —মানব চেতনায়?

৩, ফাল্গুন '৫৯
রবিবার।

এরা কি মানুষ ?

এরা কি মানুষ ? আছে কিরে হৃদ্ ? অনুভূতি বেদনার ?
চেতনার মাঝে কোন রস দিয়ে ভাবে কভু ব্যথা কার ?
ভোগ করে এরা জীবন তাদের, —নহে কো পরের তরে ;
স্বার্থে সেবিয়া, মানুষে দেখায়ে, —মানুষের মন হরে !

মানুষ জনম লভেছে ইহারা শুধু যে নিজের লাগি,
আপন ভাবেতে বিভোর হইয়া আপনার সুখ-ভাগি,
জীবন এদের স্বার্থের তরে, —আর তো কিছুই নহে,—
লভিয়া ইহারা মানুষ জনম, —অভিশাপ শুধু বহে ;

পাপ ও পুণ্য নাহি ইহাদের, —ধর্ম্ম এদের নাই :
কর্ম্ম কেবলি নিজের ভোগের ; —সততা, —সে তো বালাই !
শিক্ষা এদের, করে খাওয়া শুধু ; —সভ্যতা বিলাস তরে
ইনিয়ে বিনিয়ে কথা কয়ে কয়ে যাদু মন্তরে ভরে

মানুষ হয়েছে মানুষ পিষিতে ; মানুষ গিলিতে এরা
এসেছে ধরায় নাশিতে কেবলি ; ফাঁকি দিতে খুব সেরা ;
টাকা দিয়ে চলে ফ‌:কা কথা কয়ে, যেন দয়া-অবতার
সুধার বুকুনি দিয়ে বিষ ঢাকে, —মন যে বিষের ভাড়

যাদু মন্তরে মধু থাক্ মুখে ; —চামড়া গায়ের পুরু,
দুর্ব্বলে পেয়ে বীর হয় ; কাঁপে ভীরু মন দুরু দুরু,
সরল মানুষে এরাই কহিছে, —ইতর পাজীর পাজী,
বেইমান্ এরা, নচ্ছার এরা, অকাজের যত কাজী !

নাম করা এরা বংশে হয়েছে, —এই পরিচয়ে ফেরে,
গুণ যত সব ঝরে গা বেয়ে, মানুষ মানুষে মেরে.
ধোপ দোরস্ত কায়দাটা বেশ চেহারা চমৎকার,
অপমানগুলি গিলিয়া হয়েছে এরাই দেশের সার ;

এরাই গড়িছে কোন্ সে জগতে, —কোন্ সে মানুষ জগত ?
সমাজ রয়েছে এদেরি কি হাতে, করিতে মানুষ মহত ?
এরা কী মানুষ মানুষের দেহে ; —পশু তবে কোন্‌গুলি
কারা জানোয়ার বল একবার, —মানুষ নামেরে ভুলি' ?

২৮, আশ্বিন '৫৭ ।
রবিবার ।

সুদ-খোর

দেনা করে খায় দুখে দিন যায়, দেনা কভু নাহি ঘোচে,
সুদের উপরে সুদ্ ঠেলে ওঠে, —সুদ্ তারে নাহি বোঝে ;
দেনায়, দেনায় মাথা ডুবু ডুবু ; চড়া সুদে সুদ্ নিয়ে,
পাগল করেছে সুদ্‌খোর তারে টাকা ধার দিয়ে দিয়ে ।

কসায়ের মত নিঠুর সে যে রে ! মানুষ তো দেনদার !
ভুলিয়াও কভু মন নাহি ভেজে, —হেরিয়া দুঃখ তার !
শোষণ-কঠিন নিরস হৃদয়ে দয়ার নাহি কো লেশ,
ফোঁটা কাটা ভালে টিকিটিও ঝোলে ; —চেহারা সাধুর বেশ !

সুদ্‌খোর ওরে সুদ খেয়ে খেয়ে, মোটা সে করেছে ভুঁড়ি
কৃপণের যাশু তোল নহে আশু, আঙ্গুলে বাজায় তুড়ি
অনায়াসে পায় টাকা সে টাকায় ভোরে'রে স্বপন্ টাকার,
ঘুরেছে যেন রে গাড়ি সে তাহা'র কপালে রূপোর চাকার !

সিন্দুক হেরে খুলিয়া খুলিয়া, ভরা যে টাকার কাঁড়ি,
চোখের দৃষ্টি, চক্‌চাকি ওঠে, মুখ তার তোলো হাড়ি,
কোমরে জড়ানো বাস হাটু পরে, —কি ধাতু দিয়ে সে গড়া !
মন রাখে বেঁধে যদি পায় খিদে, —খরচে বড়ই কড়া !

দেনার সাগরে ডুবায়ে ডুবায়ে, মারিতেছে দেনদারে,
সংসার কতো সোনার যা' ছিল নিয়াছে রে ছারেখারে,
মুখে রাম নাম দয়া বড় বাম, টাকাই বুঝেছে সার,
টাকা ! টাকা ! টাকা ! —দিবানিশি ভাবে, টাকা ভগবান তার !

খাতকে দিয়েছে মাটিতে বসায়ে শিরেতে রাখায়ে হাত,
মাথার ছাওনি উড়ায়ে নিয়েছে করিয়া দেনায় কাৎ,
রাতের আঁধারে মিশায়ে তাহারে প্রাণ-আলো নেছে কাড়ি
দুখের শোকেতে ধুকায়েছে তারে 'ছড়িয়া পেটের নাড়ি।

আসল গিয়েছে সুদেতে জড়ায়ে চাকা সে বাড়তি হারে,
বউ, ছেলে মেয়ে, ভেসে গেছে বানে সং সে রে সংসারে
হাউমাউ করে জীবনে কাঁদায়ে খেদায়ে লক্ষ্মী ঘরের,
উঠানে তাহার ঘুঘু পাখি চরে, বাড়ি-ঘর তার পরের !

নিরস তাহার মনের নিরাশা, —আশা তার নিরাশা
গিলিতে গলায় ভাত ঠেকে যায়, স্বর হীন তার ভাষা,
কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ নয়ান, বেঁকেছে পিঠের দাঁড়া,
দেনার দায়েতে ফুঁকে গেছে সব, —সে যেরে সর্বহারা !

দুঃখি সে যেরে, হতভাগা সে যে, কাঙ্গাল বসুধা 'পরে,
চলিতে ফিরিতে টলমল পায়ে বসে পড়ে মাটি ধরে,
কেউ না তাকায় বুকের দরদে, তার পানে কভু কেহ,
মায়া ও মমতা নাই তরে তার, পায় না কাহারও স্নেহ !

দেনার দাহেতে পুড়ায়ে দিয়েছে ছাই করে তার সব,
নীরব হয়েছে সব আশা তার : সাড়াহীন সে যে শব,
মানুষের মান তার কেড়ে নেছে ; —অমানুষ সে যে ওরে
মানুষতা তার পশুতে নেমেছে, পিশাচ কাজেরে ধরে।

পিশাচ ! পিশাচ ! পিশাচ ! সে যে রে, —নরকে হয়েছে বাস,
সত্য তাহারে গিয়াছে ছাড়িয়া ; তার তরে উপহাস !
নিঠুর সে দেনা কিনেছে তাহারে ; শূণ্য তাহার হাসি,
নাই তার কোনো মানুষের প্রাণ, —পরিয়া দেনার ফাঁসি !

তবু সে মানুষ, মানুষের মাঝে, এই বসুধার 'পরে,
প্রকৃতির কোলে উঠেছে বাড়িয়া মানুষের রূপ ধরে,
মানুষেই গড়ে মানুষে মানুষ ; —নহে কভু অমানুষে,
মানুষ হয়েছে মানুষে ধরিয়া মানুষত্তা মধু শুষে !

অভাব অথবা সখের তাড়নে দেনার চরণ ধরি'
সারা দেহে তার জড়ায়ে গিয়েছে ; —গিয়েছে দেনায় ভরি ;
মান্ দেছে ডালি, —প্রাণ করি খালি সুদখোর পদতলে,
মানুষত্তা তারে গিয়াছে ছাড়িয়া কাঁদিয়া কতই ছলে !

হয় তো জীবন সার্থক হোতো, প্রাণ হোতো প্রাণবান্,
গাহিয়া বেড়াতো কতই খুশিতে এই মানুষের গান,
তুষিয়া তুলিতো জগত ভরিয়া ভুষিয়া মহত কাজে,
তারও আছে দাম, তারও আছে প্রাণ, —নহে রে সে তো বাজে !

জীবন জাগিত কতই মধুরে, সুধার পরশ পেয়ে,
প্রাণ হোতো তার প্রগতিতে ভরা, নব প্রাণ রসে নেয়ে,
মুগ্ধ করিত শুদ্ধ ভাবেতে মানুষত্তা —মানে ধরি ;
সকল হৃদয় উঠিত ভাসিয়া কানায় কানায় ভরি ।

মানুষ জড়ায়ে মানুষ ফুটিছে কমল কলির সম,
সুরভি ছড়ায়ে বরণ বিভায় ঢল ঢল মনোরম,
মানুষের মাঝে অমানুষি বল, ঋষির রূপ যে তার,
মানুষ ? এতো রে দেবতার দান্ —স্বরগের উপচার !

১৩, শ্রাবণ '৫৭ ।
মঙ্গলবার ।

জমিদার

শাসন প্রতাপে ছড়ায়ে দিয়েছে জমিদারি চাল চালি
পিয়াদা নায়েব কর্ম্মচারি আর লাঠিয়াল সহ ঢালি,
প্রতাপে যে তার ভারী রোষ ঝাঁক ! মাটির বুক যে কাঁপে
জল খায় যে রে একই ঘাটেতে বাঘ গরু তার দাপে।

নায়েব মশায় যেন বুনো বাঘা, —গর্জ্জন তার ভারী,
হার যে মেনেছে যমদূত যে রে রোষে প্রাণ লয় কাড়ি ;
খাজনা বাকী যদি যায় পড়ে, প্রজার নাই কো পার
ঘু ঘু চরে তার উঠান্ জুড়িয়া সব যে রে ছারে খার !

গরীব প্রজা যে বেজায় গরীব, জমি যে তাহার চষি
হালে ও বলদে কষ্টে অনেক, তবুও সে উপসি
দেহটি তাহার যায় যে রে ফাটি' —কাজের বোঝার ভারে,
বৃষ্টির ধারা মাথায় বহে সে, রোদে যে পোড়ায় তারে !

পান্তা পেঁয়াজ লঙ্কা কামড়, একটুকু ছিটে নুন্
গামছা পাছায় হাঁটু না ডিঙ্গায়, —পানেতে নাইকো চুন্
এমনি করিয়া কাটে যে তাহার, সকল জনম ধরে,
মাথার পরেতে ফুটো চালা-ঘর ; অভাব না তার সরে !

হায়রে জীবন্ ! হায় মানুষের অদৃষ্টে পরিহাস !
রোদের পোড়ানি, বরষা ধারায় যায় যে রে বারমাস !
প্রাণ যেন তার কাঠের মতন্ শুকনো যে ঝনঝনে,
সানকিটি ফুটো, বদনা ও ঘটি, অভাবও যে কন্‌কনে !

খোলা সে আকাশ ফ্যাংটা বাতাস, এইটুকু যাহা পাওয়া,
তাই বুঝি সে যে বেঁচে আছে হেথা —প্রকৃতি মায়ের দেওয়া,
অধীন্ যেন রে সব কাজেতেই, নাই স্বাধীনতা ভায় ;
মনেতে উঠিয়া যায় সে পালায়ে —পারেনা শুধু হুতাস !

গরু আর রুরু, ছেলেমেয়ে আর, সংসার তারে দেছে,
তাদের সাথেতে সেও তো থাকেরে কোনো মতে মরে বেঁচে !
খাটুনিতে খাটি' বেজায় রকমে ফসল যাহা সে ফলায়,
মাটির দাবির দান নহে তার, —শাসন তাহারে জানায় ।

শাসনেতে শত বাঁধিয়া রেখেছে, —শোষণ করিয়া তারে,
দিন-দুনিয়ার মালিক যিনি —হেথায় সেও কি হারে ?
লাঙল যাহার মাটি যে রে তার, খাটুনির সাথে নিশি,'
ফসল যাহা সে ওঠাবে ফলায়ে, কাড়িবে কী তারে পিশি' ?

জোর তো যাহারি মুলুক তাহারি শত অবিচার চোটে,
মানুষ নিয়া কি ছিনিমিনি খেলা, —অত্যাচারেতে লোটে !
দস্যুবৃত্তি বেশ তো স্ফূর্তি, —কীর্তিতে লয় কাড়ি,
ছল্ বল্ আর কৌশল করো ধরায় গিয়াছে ছাড়ি ।

বেশ তো বটেরে, সাবাস্ ! সাবাস্ ! কোন্ দেশী এই খেলা,
মানুষেরে করে তুচ্ছ কতই, —এতোই কী অবহেলা !
ওই জমিদারী রোমের দাপটে, —কপট যে জুয়াচুরি
মগের মুলক্ বুকেতে মারে যে দিনতুপুরেতে ছুরি !

এই তো মানুষ ! এই তো জগত ! মানুষ কাহারে খুঁজি
মানুষ কোথায় ? পাবো সে মানুষ, —এই মানুষেরে পূজি ?
অত্যাচারের কতো অবিচারে জগত গিয়াছে ছেয়ে
বিষিয়ে গিয়েছে ধরার এ' মাটি বিষের বিষম খেয়ে ।

কাহার তরেতে কেমন করিয়া মানুষ এমনি পাবো,
সেই মানুষের পুণ্য কাজেতে ধন্য যে হয়ে যাবো,
শূণ্য হলো যে ধরার মানুষ, স্বার্থেরি অভিযানে.
জীবন মরুতে মানুষ-তরুতে পাব কিরে কোনো খানে ?

ভূতের বেগার খেটে খেটে খেটে মানুষ গেল যে মরে,
জমিদারের এই পাইক তবু কী বেগার খাটাবে ধরে ?
অত্যাচারির কতো হাহাকারে, বাতাস বেড়ায় কাঁদি'
অশরিরী এই আত্মাগুলিরে কে রেখেছে এতো বাঁধি !

ধরা গেছে মুক্ একেবারে হয়ে নভো বুক কিরে ফাঁকা
চলিছে কতই নরক লীলা যে পিশাচ রঙ্গেতে আঁকা,
ছলনা সাথেতে শত কপটতা স্বার্থের জুয়াচুরি,
হি হি হাসি হাসি রুদ্র নাচেতে উঠিতেছে কতো স্মরি ।

জমিদারের ওই কতো লাঞ্ছনায় মান যে গিয়েছে মরে
শতো অপমান বোঝা বোঝা বয়ে মানুষ গিয়েছে সরে,
ধরার বক্ষ শূণ্য কি হবে নরকের লীলা লয়ে.
দয়া মায়া সব গেলরে কোথায় কোন্ কথাটিরে কয়ে ?

সব প্রাণের নাথ কি হেথায় বাঁধিয়া দিয়াছে বিবে,
আভিজাত্যের দর্প কি হেথা দাঁড়ায়ে তবুও আছে ?
জীবন্ যেন রে জীর্ণ করিয়া এনেছে শীর্ণ ধারায়
মানুষ ছাড়া কি মানুষ সেথায় স্বার্থে সেবারে হারায় ?

১৭, শ্রাবণ '৫৭ ।
বুধবার ।

পুরুতগিরি

দেবতা পূজিছে কতো ঘটা করি মন্ত্র উচ্চারিয়া,
চন্দন-বাসে ধূপের ধূয়াতে ফুলের অর্ঘ্য নিয়া
শঙ্খ-স্বনণে ঘন্টা আওয়াজে পুরোহিত বসে থাকি,
আয়োজন করে অনুষ্ঠানের, —নাই সেথা কিছু বাকি।

লুচি মালপোয়া সন্দেশ-ক্ষীর ফল-মূল আরো কতো
নৈবিদ্যির শুভ্র বহরে লহর খেলায়ে শত
নাই কিছু বাকী আল্পনা আঁকি, —পূজো চলিয়াছে পূজো
দেবতার পূজো কতো ঘটা করে! —কামনায় ভরা বুঝো।

পুরোহিত তার টিকি উচা করে মন্ত্র পড়িছে কসে,
চালনা করিছে ভোগে চোখ দু'টি ভাবেতে আসনে বসে,
কেবলি ভাবিছে দক্ষিণা কতো কি জানি যাইবে পাওয়া,
তণ্ডুল কলা ফল মূল হতে দধি ও মিষ্টি মোয়া।

সরস হয়েছে জিহ্বা তাহার —চোরা মন শুধু ভাবে
হাব-ভাব মাঝে মন্ত্রের বাণী পালায়ে গিয়েছে লোভে
পৈতার পুতো গলায় ঝুলায়ে, —বাহার ছুটায়ে বড়
দুলিছে ভাবেতে বেজায় রকমে, ভক্তিতে জড়সড়!

টিকিটি নাড়ায়ে ঘণ্টা বাজায়ে মনটারে ভাজা করি'
আড় চোখে চায় ঠোঁটটি বাঁকায়, কপট মন্ত্র পড়ি',
চঞ্চল তার চিত্ত হয়েছে, —আজ যাবে কি কি পাওয়া,
দেবতা, —কোথায়? আছে কিবা গেছে, মন যেয়ে ভোগে ছাওয়া।

মন্ত্র তাহার ঠোঁট দুটি মাঝে, —অস্ফুটে ফুটি' ওঠে,
ভাষা পড়ে কাটি' কাটিয়া কাটিয়া, জিহ্বায় পড়ি লোটে,
উচ্চারণ যে ভয় পেয়ে পেয়ে —মন্ত্রের প্রাণ মরা,
স্তব যেন ওরে শবের মতনই, —পূজো যে তামস-ভরা !

যেমন পূজারী, তেমন পূজন্ —ব্যবসায় ভরা মন,
উভয়ে ভাবিছে কেমনে জুটিবে ভোগের তরেতে ধন,
পেট পূজা সে যে করিয়াছে সার, —পূজা যে ভোগের তরে,
গোল্লায় গেছে গেরস্থ যে, ভোগ পিপাসায় মরে।

দেবতা পূজন্ —দেবতাই জানে, পূজা বুজ্‌রুকি নহে,
পূজা সে তো ত্যাগে, নহে নিজ ভোগে, —সকল সুজনে কহে,
দেবতা তবু তো কভু খায় নাকো, —ফল-কলা আর মূল,
মন্দিরে লই তো তবে হায় হায়, স্বার্থে পড়িত শূল্ !

পূজারী ব্যাজার পাওনা যেথায় বেকায়ে বসেছে পা
ছুতো নাতা করি' কোনো রূপে সারে কথাতে না দিয়া গা,
যেথায় পাওনা, পূজা-স্রোত সেথা, —কল্-কল্ ছল্-ছল্
মন্ত্র বহর, নাচায়ে লহর, —তলাতল রসাতল !

পূজারীর বড় বিত্তের জোর, —দৌড় ছোটে বিত্তায় ;
পূজা যেন তার কালপেঁচা সম ডাকি' ওঠে সন্ধ্যায়,
ভক্তির ভারী ভাকটি লাগায়ে বাঁকায়ে ঠোঁটেতে ভাষা
ছুটায়ে দিয়েছে ভঙ্গি-ভেঙ্গায়ে, উচ্চারি কথা খাসা।

পূজা শুধু তার পাওনা গণ্ডা, —পৈতে টিকির জোরে,
গেরস্ত ভোগী স্বার্থের তরে, ভোগ পিপাসায় মরে ;
খাসা খাসা খাসা স্বার্থের আশা, —ব্যবসা পেতেছে বেশ,
দেবতা কোথায় ? দেবতা যে মরা, না'ই তার কিছু লেশ।

মানুষ যেন রে পশু গেছে বনে, —মানুষের রূপ ধরে,
মানুষ হয়েছে কাপুরুষের মতো, বৃথা সে স্বার্থ তরে,
বাঁচা শুধু তার গিলিবার তরে এই বুঝে নেচে সার !
মানুষ হইয়া বুঝেছে তো বেশ ! বড়ই চমৎকার !

খাওয়া পরা আর আরামেতে ঘুম রাঙা চুমু খেয়ে খেয়ে,
তানা নানা সুর শুধু ভেজে ভেজে টাকার পানেতে চেয়ে,
অতি ভক্তির লক্ষণ চোর, জারিজুরি তার ছুরি,
কথার কতই বনিয়াদি চালে, —দিন দুপুরে চুরি।

চেঁদো কথা দিয়ে গাঁথিয়াছে বেশ —এই সে পূজার মালা,
গাল্ ভরা বাণী, মধু ভরা কণ্ঠে আলায়ে ধাঁধার আলা,
পূজা তো চলেছে বেশ ঘটা করে —দেবতারে করে খাড়া,
দেবতা হয়েছে দেখন্ হাসি যে —বেহায়াপনার বাড়া।

ব্রাহ্মণ হয়ে সয়তান মিঠে, —পিটু-পিটে মধু কথা,
বাহিরেতে ফোটে ভক্তির বান্ জানায়ে বন্ধ্যা ব্যথা।
হায় রে জগতে, দেবতা কোথায় ! কোথায় তাহার দরদ !
মরা মানুষের কান্নার হাসি, —চেয়েছে সব যে নরক।

পুণ্য মিশেছে অসীম শূন্যে, —পাপ শুধু খেলা করে,
কত না মুরতি বেশ ধরে ধরে আসিছে ছলনা ভরে,
মেতেছে মানুষ, অমানুষ কাজে, পূজাতেও পরিহাস।
ভক্তি সেবিতে পাপে ভরে দিতে —প্রাণ করে হাস-ফাঁস্।

১৮, শ্রাবণ '৫৭।
বৃহস্পতিবার।

সমাজপতি

আসল কাজের নাই ঠিকানা, বাজে কাজের ব্রেশ্‌পতি,
নিজের বেলায় কিন্তু কিন্তু, —পরের বেলায় জ্ঞান অতি,
কর্ম্ম তোমায় অধর্ম্মতে, সর্ব্বনাশায় বেজায় দড়
বিচার কত্তে ভারী পটু —কেবল পরের দোষটি ধর।

ভণ্ডামিতে বেশ তো আছ —চমৎকার যে কাজ বিচার,
বহুরূপের সং সেজেছো বোঝো কেবল স্বার্থ কার,
নিজের বোঝা বইতে নার, বও তো বোঝা ওই পরের,
সামলাতে যাও অপর জনে, —ঠিক নাই কো নিজ ঘরের !

আপন মনেই সমাজপতি, —ঢোল পিটিয়ে জানাও বেশ,
জারিজুরি শুধুই তোমার, ক্ষমতার নাই একটু লেশ
কতই চালে চল্‌ছো তুমি—চালাকি তো খড়-বিচালি,
গরু ভেড়া মোষ পেয়েছো, ছেড়ে দিলেই গিলবে খালি।

মানুষ জনের সমাজপতি, —মানুষ প্রেমের কোন্ দরদ
বাত ছেড়েছো পাকা পাকা, খেলছো তুমি কোন্ মরদ ?
থেকে থেকে উঠ্‌ছো ঝেঁকে, ফাঁকা বেঁকায় ছল্-কথা,
হাত নেড়ে আর গা দুলিয়ে —চোখের জলের কোন্ ব্যথা ?

মন্দ বেলায় তুমি তুমি, ভালোর বেলায় বেশ আমি,
নাম কিনিতে কান খাড়া যে, কাজ তো ভারী প্রেম-কামী,
বাক্য ছটার বেজায় চমক, ভাষার তোমার কোন্ গমক্,
তাক লাগানো বাণী ছাড়ি' নীতি কথার কী ধমক্।

গড়তে গেলে মানুষতা, আসলো নরক দানবতা,
মানুষ করতে কানুস হলো, হনুমানের লেজ-কাটা,
চামচিকের ওই চিকচিকানি, —ধোপার গাধার ঘাস-গীতি,
বোকা পাঠার ব্যা ব্যা: ধ্বনি, ষণ্ড রাজের রাস্-প্রীতি ।

সোজা যাহা করো বেঁকা, মানুষ মনে ধন্ধ-ধোক্,
টাকা দিয়ে বোকা সাজাও, মানুষ গায়ে কর্ম্ম-শোক্,
ভোগে যে তোমার মনটি জোড়া, পরের বেলায় অঙ্গ-মোড়,
ছারতে গিয়ে কেবল ছেতো, গোদে জোঁপাও তিক্ত-কোড় ।

প্রতিজ্ঞাতে কল্পতরু, পালন করতে বেশ কাবু,
ভালো যাহা মন্দ করো, নিরোগীরে দেয় সাবু,
বনেদি চাল বেশ চালিয়া, বাবু বেশে চোর খাসা,
চমকে দিয়ে মানুষগুলি —"বোকা মানুষ" —কথ্যভাষা ।

মাছ ঢেকেছে শাক চাপিয়ে, দর্প চালে মিথ্যা দোষ,
সত্য গেছে শূন্যে উড়ে, জোচ্চুরিতে মনকে তোষ,
দিন-দুপুরে সিঁদ কাটিয়া —গদাই চালে বেশ চলা,
একের নম্বর ভোগী হায়, ত্যাগের রঙ্গে রঙ ধরা ।

কোলা বেঙের গাঙর, গ্যাঙর ঘাঙর সম ওই নাচা,
কুমির শোকের নাক কাঁদুনি, হিংসা হাঙর ফাঁক বাছা,
জ্ঞানি জনে বানাও বোকা, সোজার মাঝে মন ধোকা,
মূর্খ সাজাও বিদ্বানেরে ছেড়ে বাণী তীর চোখা ।

অস্ত্র হাতে কতই তোমার, গুণগুলি সব ওই কাটে,
মধু বিষে বেতের শিষে, তেতো টকে জিব্ কাটে,

দর্প তোমার সর্প সম, ফুঁসিয়া ওঠা ওই ফণা,
হেলে দুলে ওঠে নেচে, —শক্তি তো বেশ যায় গনা।

গুণ যে তোমার কতই দুনো, মনটি তোমার সব বুনো,
সভ্য বটে ভাব্য নহে, পুঁটি হতে রুই চুনো,
শক্তি তোমার থাক্ বানা থাক্ —খড়ই তুমি শক্তি ধর,
বাইরে ভক্তি চুইয়ে পড়ে, —যেন কতই ভক্তবর!

বিনয় ভূষণ চক্রবর্ত্তি শির নোয়ান ভক্তি ওই,
ঘাড়ের চুলে হাতটি রাখি, জানাও নাকো বিনয় রই,
হাত জুড়িয়া গাল ভরিয়া ছাড়ো কথা বাক্য সার,
তাক্ লাগিয়ে দাও জগতে মন মাতানো মধুর তার।

তোমার শিক্ষা দীক্ষা পেয়ে জগত যে রে আদর্শ,
তোমার গড়ন ধরন্ যেন জাগায় চির আকর্ষ,
বাহবারে সাবাস! সাবাস! বেশ তো এরে চিত্র-খানা,
কুকুর, শিয়াল, বাঘা, হাতি —আরো আছে মিঠ্ পানা!

ছবিখানা বেশ তো ওগো —ছাঁদে ছাঁদে ওই গড়ে,
তেলা পোকা ফড়িং ফিঙে —ঝিঙের ফুল যে গাছ ভরে,
মানুষগুলো বেশ হয়েছে —তোমার গুতোর গড় চোটে,
মনের প্রাণের কানের চোখের বাকী যা তা ওই ফোঁটে!

১৯, শ্রাবণ '৫৭।
শুক্রবার।

হঠাৎ বাবু

বাবুগিরি, বাবুগিরি, হঠাৎ বাবুর বাবুগিরি,
চলেন বাবু খেয়ে পাবু মাথায় তেড়ি রূপের ছিরি,
চলতে গিয়েই খান্ যে হোঁচোট, পাঞ্জাবিতে গা ঢাকা,
ধব্‌ধবে তার কোঁচানো ধুতি, —যেন পটে ছবি আঁকা।

হাতে বাঁধা কব্‌জি-ঘড়ি, পথে চলেন বাগিয়ে ছড়ি,
জুল্‌পি শোভে-গাল্ অবধি, —রূপ যেন তার আহা মরি !
বাটার ফ্লায়ে গোঁফটি ছাটা, চোখ দুটিতে চশমা আঁটা ;
পায়ে শোভে লপেটা-সু —বচন মুখে সরম-কাটা।

কোঁচা দোলে বাবু চলেন, দুলিয়ে দেহ কতই ছলে,
বুদ্ধিতে যেন বৃহস্পতি, তর্ক করেন কি কৌশলে,
দেখলে বোধ হয় কতই জ্ঞানি, দেখায় যেন কতই জ্ঞানি,
সত্য মিথ্যার নাই বোধাবোধ —গম্ভীর-ভাষা মুখের বাণী।

ভাব দেখায় সে ধনীর ছেলে, মণি-ব্যাগে কাঁচাকড়ি,
চটপটে সে বেজায় রকম, চা বিস্কুটে পেটটি ভরি,
ঠোঁটের মাঝে সিগারেটের ধুমের লতা শূন্যে ওড়ে,
মাঝে মাঝে কায়দা করে গাল ভরিয়া ধুমটি ছোড়ে।

হঠাৎ বাবুর সবই হঠাৎ, ভাব বদলে যে সবই ফটাৎ,
ফ্যাকাশে তার ফক্‌ফকে রং, —পরকিয়া পেয়েছে মাৎ,
পাকুটে তার চেহারাখানি, চোয়াড়ে তার মনের ভাব,
পাত্‌তে বন্ধু বেজায় দড় —খোঁজেন কিন্তু স্বার্থ-লাভ !

চলন তাহার কায়দা বাজ, বলেন কথা বিদ্যানিধি,
আস্ত গাধা ধোপার পোষা, অপূর্ব গড়েছে বিধি !
চাল্ চলনে চাল্ মারা তারা, এমনি করে আছেন বেঁচে,
জীবন কাটে নানান্ ছলে —বাজে কাজের ছন্দে নেচে।

ধর্ম্মে ধোকা নিরেট বোকা, কাম শাস্ত্রে বোকা পাঁঠা,
বিপদেতে লম্বা দিয়ে ভীরুর মত দেয় যে হাঁটা,
মদটা আসটা কিঞ্চিত কিঞ্চিত মুখের মাঝে এসে জোটে,
সাহস তাহার শেয়াল সম, —জো পেলেই খা বেশ তো কোঁটে।

বাড়ী কোথায় ? কেউ জানে না, প্রচার করেন ভারি কুলিন,
পরিচয়ের বিজ্ঞাপনে মেলে না তার কোনই চিন্
কথার চোটে বানায় বোকা —বুজরুকি তার ছড়িয়ে দিয়ে,
বন্ধু গোছায় কাজ সারিতে —দেয় টাকা ধার, ধার করিয়ে।

আহা এমন হঠাৎ বাবু ধরায় কত ছেয়ে গেছে
হঠাৎ বাবুর দলের থেকে সত্য মানুষ লও তো বেছে ?
জগত যে যায় রসাতলে, কেমন করে জগত চলে,
সত্য চলে ভালো পেয়ে, মিথ্যা চলে কেবল ছলে।

ক্ষুদ্র স্বার্থ নিজের তরে ভোগের চলে নিত্য জাঁক্
ফেলিয়ে দিয়ে গোলক ধাঁধাঁয় —ছিটিয়ে দিয়ে রঙের ফাগ্
বাহাদুর এ' মানুষগুলো —ঘুমিয়ে দিয়ে জগতটারে
কাম-কামনায় মাতিয়ে নিল ব্যাভিচারের অত্যাচারে।

মানুষ কোথায় সেই মানুষরে —যে বিলায়রে ব্যথায় দান,
যে খেলায়রে মনের হাসি মাতিয়ে সারা মানুষ প্রাণ,
ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃজন্, দেবতা খেলে মানুষ মনে,
পণ্য কাজের সুর ফুটায়ে, স্বর্গ আনে ক্ষণে ক্ষণে।

জগত মানুষ চলতো যদি সত্য মানুষ চলার ধারায়,
বোঁকা হয়ে ব্যথার সুরে উঠতো গীতি দেহের কারায়,
মর্ত্ত-স্বর্গ মিলিয়ে যেতো, —মিলন সুরে মধুর হয়ে,
বিধুর ওরে প্রাণের বাঁশী বাজতো কতই সুরটি লয়ে।

মানুষ হোতো দেবতা ওরে —মিশতো মানুষ ভগবানে,
পশুত্ব তার অন্ত হোতো অনন্তেরি ধারণ ধ্যানে,
নিত্য সুরের বাজিয়ে বাঁশী, উঠতো কতোই পরকাশি;
ঝলতো জ্যোতি ফুটতো কুসুম অপরূপের রূপ উল্লাসি।

দিব্য মানুষ সত্য মানুষ, সকল জগত মানুষ মাঝে,
আনাগোনা করতো কতই পুণ্য প্রভা ফুটিয়ে কাজে,
প্রাণের বাঁশী ডুকরে ওঠে, ব্যথায় তাহা ঝরতো কতই
অফুরানো প্রেমের বাণী, বহায়ে দিত স্পর্শ সতঃই।

সেই পরশের অনুরাগে মানুষ হতো পরশ মণি,
মানুষ হোতো উজল সোনা, —মানুষ হোতো হীরের খনি,
ঝলমলিয়ে উঠতো শোভা, মন মাতানো মনের লোভা
স্বর্গ হতে সুর ধ্বনির নামতো ধরায় প্রেমের প্রভা।

অসৎ যে তো শূণ্যে উঠে —মানুষ-পশু আরতো নয়,
পরাজয় যে মানতো মিছা, —মানুষের যে নিত্য জয়,
জাগতো ধরা নবীন রাগে, ফুটিয়ে দিয়ে স্বর্গ ছবি,
কোন সে ধরায়? —সুরের প্রভায় উদয় হোতো সুরের রবি!

২৩, শ্রাবণ '৫৭।
শনিবার।

কবিয়াল

লেখনি লইয়া আখর গুনিয়া কবি হতে বড় সাধ।
কবিয়াল লেখে কবিতা তাহার, মিল দিতে যেয়ে বাঁধ,
শিরেতে রেখেছে হাতখানি তার, ভাব আনিবার তরে,
ঢুলু ঢুলু চোখে তাকায়ে তাকায়ে, —লেখনি নাহিক সরে।

চোদ্দ গুনিতে হোলো যে দ্বন্দ্ব, ভাব সাধে পরমাদ্
একি রে বিপদ, কেন সাধে বাদ্, পুরে না তো মনোসাধ!
চরণ একটি লিখিয়া কস্টে, অদ্ভুত হোলো মানে
অনেক ভাবিয়া রাখিয়া লেখনি তাকালো আকাশ পানে!

কবিতা লেখার বাতিক তাহার, ফুরায়ে বুঝি বা যায়,
যশ বুঝি তার যায় রে পলায়ে, করে কতো হায় হায়!
"হায় রে লেখনি লেখ না এখুনি দ্বিতীয় চরণ পুন
পায়ে ধরি' তব, এসো গো কবিতা, —মিনতি আমার শুন।"

তবুও লেখনি মুখেতে কবিতা কই, ওগো, কই, ফোঁটে,
ভাব যেন তার মনেতে অভাব স্বভাবে নাহিক্ ছোটে,
তাল ঠুকি ঠুকি নাচে কবিয়াল, ঝাঁকায়ে লম্বা কেশ,
বায়ুর প্রভাবে খেপি খেপি ওঠে পাগলের মতো বেশ!

বহু সাধনায় আসিল কবিতা বহুত বেদনা দিয়ে,
কষ্টে ফুটিল লেখনির মুখে দুইটি চরণ নিয়ে,
"পিতা আর মাতা, গুরু, মহাগুরু, তার যে তুলনা নাই,
কোটেল কোটনা —সরু সরু কতো এ' জগতে তারা ভাই।"

পুন সে লিখিল সরু সরু করে কতই ভাবের রংগে
অবশ অঙ্গ পেয়েছে সঙ্গ, —কবিতা তাহার বশে,
এবার লিখিল পুন সে ভাবেতে, মাতালের মতো প্রায়
যশ তার পাকা মানুষ-সমাজে, —দেখিবে সে কোথা যায়।

"গুমটে গরম নাহি কো সরম বকিছে নাড়িছে গলা,
তাই তুলিতেছে রোহিত মাছেতে ঘুমায়ে জলের তালা,
ওই গরুগুলি গাছের পত্রেতে ঠ্যাং দুটি ডালে দিয়ে
তাহা না দেখিয়ে ধিয়া ধিয়া নাচে, —হতেছে বেঙের বিয়ে।"

ছয়টি চরণ লিখিল কবি বেজায় ভাবের ঘোরে,
চোখ দুটি বুজি' ভাবে ভাব বুঝি ভর করিয়াছে তারে
যশ যেন তার পাকা এইবার, সারা এ' জগত মাঝ
এবার তবে রে পাকা কবি সে যে, —কে হানিবে তাতে বাজ!

ভাবের ঘোরেতে দুলে দুলে চলে, সারা পথ বেয়ে বেয়ে,
যারে পায় সে শুনায় যে তারে না খেয়ে, না নেয়ে
যেই শুনিতেছে সেই বলিতেছে —"বাহবা ওগো ও কবি,
তুমি তো এ বেশ এঁকেছো গো ভাই, ছন্দের রসে ছবি!"

কিন্তু ও কবি, শুন কবি ভাই, —কবি তো তুমি যে বটেই,
ভাবের পুঞ্জ জমে আছে বেশ তোমার মনের ঘটেই,
এ' কথা শুনিয়া উঠিল নাচিয়া ধেই ধেই ধেই করে
"কবি যে আমিরে, —আমি যে কবিরে" —চেঁচায় আবেগ ভরে।

ভাবেতে কবি সে ঢুলু ঢুলু হোলো ; মাতাল সম সে চলে,
দেহ-মনে যেন শিহরণ হানে, ভাসে সে নয়ন জলে,
বায়ু যে তাহার গিয়াছে চড়িয়া কবিতা লেখারি কাজে,
তাকায় নাকো সে কোনো দিকে আর, —সংসার তার বাজে।

লেখার চোটে সে ভাষার মাঝে যে শব্দ সৃজন করে,
বেয়াকরণের দিলো বাঁধ ভেঙে আবেগের রসে ভরে,
"বকের"—স্ত্রী প্রত্যয়েতে সৃজন করে সে "বকি"
"ঠকের"—ঠকি যে "মাতালে"—"পিতাল"—আরো বা কতই কি !

চোদ্দ গুনিয়া দুলিয়া দুলিয়া, কাব্য লেখা যে চলে,
মিলিতে মিলিতে কবিতা যে হয়, —ভাসে সে নয়ন জলে,
ছন্দ চলেছে ঠক্-ঠক্ করে কতই তাল যে ঠুকি,
ভাব যেন তার ভাষার ভয়েতে মারিছে কতই উঁকি !

কবিতা রচনা বাই যেন তার চড়চড়ি যায় চড়ে,
মিলের খাতিরে অর্থ-বিহীন শব্দ কেবলি নড়ে,
মিল দিতে যেয়ে শেষের কথায় সব চরণেতে তার,
অর্থ হউক নাই বা হউক মিলায় চমৎকার !

ঢুলিয়া ঢুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া সুর সে ছাড়িয়া পড়ে,
চরণগুলি যে চমকিয়া ওঠে গলার স্বরেতে নড়ে,
রচনা তাহার বচন ভরানো ভাব যেন তার ভাসা,
পাগল মনে যে বুদ্ধি-ছাগল, ঘাস খায় কতো খাসা !

যায় চলে যায় এমনি করিয়া কতই দিবস সাঁঝ,
কবিতা লেখার তরতরানিতে বেশ যে চলেছে কাজ,
যেথা যেথা ওঠে তার কথা নিয়ে কান সে পাতিয়া থাকে
কবি বলিয়াই লোকেরা সবাই বলিছে কিনা না তাকে।

২০ শ্রাবণ '৫৭ ।
শনিবার ।

সমাজ-মাহাত্ম

মেজে ঘোসে কতো জলুস হয়েছে আজিকার দিনে সমাজ
লক্-লক্ করে জিবখানি তার ধরেছে ধারালো সাজ,
বাহিরে হেরিতে বেশ বড় খাসা, ভিতরে গরল ভরা
লাল টক্‌টকে মাকাল ফলটি —মনোহর বেশে গড়া !

কে ভালো মন্দ বোঝা বড় দায় চিনিতে যাইয়া বোকা,
সোজা মনে গেলে গণ্ডগোলের লাগিবে বিষম ধোকা,
টন্‌টনে অতি হন্-হন্ করে প্রগতি চলেছে বয়ে
লাজের সরম মাথা খেয়ে দিয়ে পা ফেলে নিজেরে লয়ে ।

যেথায় চলিবে কেবলি পাইবে জুয়াচুরি কারবার !
কে যে সাধু আর অসাধু বুঝে নিয়া বড় ভার,
চলিতে ফিরিতে শুধু যে রে ফাঁকি, —ফাঁক আছে এর কোথা ?
মিছা-মিঠে বাত পাইবে কেবলি মন করে দেবে ভোঁতা !

কারে বা বলিবে কেই বা শুনিবে বিচারে অঙ্গ মোড়া,
শাসক-শাসিত ফাঁকিতে পালিত, ফাঁক জুয়ে আগাগোড়া,
মনের কথাটি ঢালিবে যাহারে বন্ধুর মতো পেয়ে
চুবন খাওয়াবে সাত ঘাটে তোমা অন্তরে ঢুকে যেয়ে ।

পশুর অধম হয়েছে সমাজ —পশুও মেনেছে হার
লমপটে এরা হা করিয়ে দেছে, —সমাজের কারবার,
নজর এ যে জোচ্চর কতো বেহায়া ছেলেমি পনা,
গুণ বেয়ে চলে অগুণা হোয়ে রে যাবে না কভু সে গনা !

শত কথা যাবে ফুপোটায় মিছে, মিছা দিয়ে সব ঢাকা,
প্রাণ রাখা দায় বিষম খাইয়া মিছাতে মিছাই রাখা,
কার কথা কব, কেবা আছে ফাঁক, —সব জুয়াচোর বেশ,
দেখিলে শুনিলে তাক লেগে যাবে সভের নাইরে লেশ !

হেরিছি কেবলি গাধা-মোষ-গরু, শেয়াল কুকুরে ভরা,
মানুষ কোথায় ! কোথায় মানুষ ! মূক যে বসুন্ধরা,
দুনিয়ায় প্রাণ করে হাস ফাঁস দুষমন্ নিঃশ্বাসে
মানুষের মতো মানুষ রহিবে, কেমনে কাহার কাছে !

এই তো সমাজ, সমাজ হয়েছে চলিয়া কেমন করে
সভ্যতা কোন উঠেছে গড়িয়া মানুষ আছে কি মরে,
মানুষ খুঁজিয়া চলিছি কেবলি মানুষের সন্ধানে,
ওগো মোর মন পেয়েছো কি খুঁজে জগতের কোনখানে ?

দিনের দুপুরে শেয়াল ডাকিছে শকুনির আনাগোনা,
মানুষ খেয়েছে মানুষের প্রাণ ব্যথায় কি ব্যথা বোনা,
চলিতে ফিরিতে কণ্টকে ক্ষত, অঙ্গে শোণিত চিন্
শান্তি গিয়াছে চলিয়া কোথায়, —জীবনের ধারা ক্ষীণ !

জগত হয়েছে বিষে জর জর, —বিষময় বায়ু ঘিরি,
বিষের আগুন জ্বলেছে দ্বিগুণ, নিয়ত যে ফিরি ফিরি
চঞ্চল তার লক্ লক্ জিব, —রুদ্র তাহার খেলা,
কোন সভ্যতা মানুষে করেছে —এমন তুচ্ছ হেলা !

হিংসায় গেছে ছেয়ে এ' সমাজ, বুকের শোণিত পিয়ে,
ঘটাইয়া বাদ্ আনে পরমাদ্, স্বার্থের ভোগ দিয়ে,
মরনের দূত হরিতে যে আসে, ব্যাদন করিয়া মুখ,
জীবনে দলিয়া দিবে কি পিষিয়া মানুষের সুখ দুখ্ !

বিরাটের নাই সন্ধান হেথা, —স্বার্থ-ক্ষুদ্র ঘোরে,
দুর্বল সদা সবল কবলে সিক্ত যে আঁখি —লোরে !
মানুষ হয়েছে বাঘে পরিণত, —মানুষের নাই প্রাণ
স্বার্থের তরে মানুষ ছুটেছে বহায়ে রক্ত বান্ !

সমাজ গিয়েছে ছারেখারে ওরে, —সমাজ শুধু সে কথা,
সমাজ ! সমাজ ! কোন সে সমাজ ! সেথায় আছে কি ব্যথা ?
কে চিনেছে কারে, কোন অনুরাগে, মনের দরদ দিয়ে
কে বুঝেছে কারে বিলাইয়া প্রেম দুঃখের ভরিয়া নিয়ে !

মানুষ গড়ে যে মানুষ সমাজ, পাতায়ে মিতালি মনে
অন্তরে দিয়া বুঝিতে কি চায়, —মানুষেরে ক্ষণে ক্ষণে !
দিব্য পরশ আনে কি ঢালিয়া স্বরগের বিভা ঢালি'
আলোকিত করে মানুষ মানস, হরিয়া গ্লানির কালি ?

২১, শ্রাবণ '৫৭ ।
রবিবার ।

সৃজন-রহস্য

নারীর লজ্জা, —সরম নারীর, —নারীতে যদি না থাকে,
নারী তবে হবে অদ্‌ভুত সে যে, —কে তাহার মান রাখে।
নারী হয়ে যদি চায় নিরবধি করিতে পুরুষ নকল,
পুরুষ তো নহে, নারী সে তো হাসি ! —নারীত্ব ? সে তো অচল !

রূপ, —সে তো নহে, কাম-পিপাসায় ! মিটাতে যৌন সাধ,—
রূপ, —সে বিরূপ, বাঘিনীর সম, —শোনিত পিপাসু ব্যাধ !
রূপের মাঝারে যে শিখা জ্বলিছে, —সে যেরে বহ্নি-তাপ !
বিশ্বের প্রাণ ডুবায়ে নরকে, —আনিছে ধ্বংস-পাপ !

নারীর স্বভাবে, যদি কালো-রেখা, ধরে কভু ব্যাভিচারে
নারীত্ব তবে উন্‌মাদ সম পুরুষের প্রাণ কাড়ে !
নারী দেহ লয়ে, নারীর স্বভাবে, —সে বড় বিষম কথা
তার চরিত্র, আমার রাত্রে —বিপাক বিশ্ব কথা !

নারী কি অবলা ? কেন তা হইবে, —সে যেরে শকতি বল !
দুর্বল সেকি ? তাও কেন হবে, —তেজ তাতে অবিরল !
সে করে ধ্বংস, —কামনায় বসি ! তার রহস্যে-খেলা,
কটাক্ষে জ্বলে বিজলীর শিখা ! —মাতানো সিন্ধু-বেলা !

নারীরে চেয়েছে পুরুষ যেমন, —পুরুষও চেয়েছে তারে,
এক হয়ে চলে দুয়ের মিলনে, —গাঁথিয়া সৃষ্টি-তারে,
পুরুষের চাওয়া, —কামে যদি নহে, তবে সে তাহার বাসে
দুয়ের মিলনে, অপূর্ব একি ! মিলনেই অভিসারে।

রূপের গরবে যদি মোহ আসে, —সে তো রে বড়ই পাপ।
তাহার মাঝারে শোনিত দূষিত! ধ্বংসের অভিশাপ
চিত্ত যদি বা চঞ্চল হয়, —চরিত্রে —কলঙ্ক আসে,
অধোগতি তার নিয়ত হইবে, —প্রকৃতি নীরব পাশে।

নারী হবে নারী, নারীতে রহিয়া, —পুরুষে পুরুষ হবে,
নারী ও পুরুষে, পুরুষ-নারীতে তবে তো শকতি রবে,
নারীর তেজেতে নর বলিয়ান, —তা' বিনা শুধু সে শব,
শকতি বিহীন, —চির সে যে ক্ষীণ, —তেজহীন তার সব।

নারীর চাওয়াতে, নরের শকতি, —নরের চাওয়াতে নারী,
নরেতে যে নারী, নারীতে যে নর, —কেহ নহে ছাড়াছাড়ি
তাই বিচিত্র —দুই চরিত্র, পবিত্র যদি সে রীতি,
নিখিল জগতে, স্বরগ যে নামে, —এই তো প্রকৃতি নীতি!

১লা কার্ত্তিক '৫৭
বুধবার।

অস্পৃশ্যতা

ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, —জাতি চলে যাবে, —অপবিত্র হবে মন
মানুষ মানুষে, —এতই কী ঘৃণা ? কেনই বা সারাক্ষণ ?
এই যদি হয় চলিবার রীতি, এই যদি হয় নীতি
মানুষতা মাঝে কোথায় রহিবে, —মানুষে মানুষ প্রীতি ?

যত মানুষের ধারা প্রবাহিত নিখিল জগত পরে
ততো মানুষের মনের মাঝারে, মানুষই তো খেলা করে,
মানুষ সত্য, মানুষ ধারায়, মানুষতা-বোঝা-পড়া,
কেন ভেদাভেদ, উঁচু নিচু ভাব, —শুধু কিরে মনগড়া ?

এই দুনিয়ার যিনি রচয়িতা, বিশ্ব প্রকৃতি লয়ে,
সেই রচনার সৃজন-কর্ত্তা —দিয়াছে কি কভু কয়ে ?
সকল সৃজনের অনুও মহতে, —জড় ও চেতন যত,
কেমন করিয়া রহিবে একেতে —বিভেদিয়া অবিরত !

পশু, উদ্ভিদ, —পাষাণ ও কীট, —স্থাবর জঙ্গম নিয়া,
সকল সৃজন হইতে শ্রেষ্ঠ, —"মানুষ" নামেতে দিয়া,
মানুষ বেঁধেছে সমতার বোধে, —সমাজ রচনা করি,
মানুষে মানুষ করিবে বলিয়া, —মানুষের নাম ধরি।

এই জগতের চলাফিরা মাঝে মানুষের বিচরণ,
বহু কয়েদের রীতি ধারা লয়ে —মানুষের আচরণ,
কেনো এতো ভেদ, ঘৃণাতে জড়ায়ে, ছোট করি' লয়ে এতো
মরম-বৃত্তি কেনো ঘোরে ফেরে ঠিক নহে কভু সেতো।

জীবনের এ' স্বচ্ছ প্রবাহে আবিল কেন বা অত
মানুষের প্রেম শুভ অতই ভেদেরে টানিতে শত,
সমাজবদ্ধ জীব যদি হয়, মানুষে মানুষ নিয়া,—
মানুষের হস্, —কেনরে বেহুস ভেদের দাগটি দিয়া !

ঘৃণা, ঘৃণা, ঘৃণা ! কেবলি যে ঘৃণা —ঘৃণায় ফিরায়ে নাক
মানুষ করিছে মানুষে তফাৎ, অন্তর করি ফাঁক
নিখিল মানুষে চেনাশুনা হয়, মানুষ-গোষ্ঠি আঁকি,
মানুষ নামেতে মানুষ জানিতে, —সব কিরে তবে ফাঁকি ?

সৃষ্টির সেই আদি কাল হতে আজিকার দুনিয়া,
করম-ধরমে মরম বসেতে মানুষ কি বসিয়া ?
প্রগতি চলেছে করম প্রবাহে, —জাগায়ে জীবন গতি
সভ্যতা আর শিক্ষার মাঝে মানুষ হতেছে অতি।

মানুষ চাহিছে জানিতে মানুষ, —মানুষের প্রাণ দিয়া
মানুষতা কেন লাজে মরে ওরে, মানুষ বুঝিতে গিয়া ;
সত্য মানুষ —নিত্য মানুষ, —মানুষ, মানুষ তরে
কেন ছেদ্ এতো ভেদ কেন তবে —অমানুষ কাজ করে !

বৃহত্ত জগত্ত মানব গোষ্ঠী, —সেথা তো মানুষ কেবল,
তবে কেহ চল কেন বা কেহই, এমনি হবে অচল ?
প্রাণের বেসাতি কেন বেচা দিবা দুখের দরদ নিয়া
জীবনের বাতি জ্বলে কি আলোকে —প্রেমের পরশ পিয়া !

ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, মানুষে ছুঁয়ো না, —কতই ঘৃণার ভরে
মানুষে মানুষে নেয় ছোট করে, —কেন ? সে কিসের তরে ?
সভ্যতা যদি প্রগতির তালে আগায়ে গিয়েছে এতো
মরমের টান কেন না বৃহৎ ? —মানুষ ! মানুষ ! সে তো।

দয়া, মায়া, স্নেহ, —পবিত্র প্রেম, বাঁধন আকর্ষণ
কেনো তা করিছে,—গাঢ় অনুরাগে—মানুষতা বর্ষণ,
মানুষতা সেতো, মানুষেরি তরে ভেদাভেদ্ কেন অত
জেনে শুনে যায় ! কেন বা ওরেরে,—মানুষ ঘৃণায় রত ?

জীবনের সুর কেন বা বেসুর, মিলিতে মিলনে বাধা,
গোটা মানুষেরে গড়িতে যাইয়া, —মানুষ রহিল আধা ;
খণ্ড খণ্ড ভাবের মাপেতে, —মানুষ পড়িল বাদ
জড়ায়ে ধরিল, মানুষ চরণে, ভেদের সীমার ফাঁদ্ ।

ছুঁয়ো না,— ছুঁয়ো না, এমন করিয়া মানুষ কোথায় গেলো,
মানুষতা বুলি, শুধু মায়া বুলি, মরুতে মিশায়ে এলো,
দরদী বুকের মানুষের কথা, শুধু কি মিথ্যা কথা ?
মানুষতা নামে, অপমান্ এযে, —বোঝে কি, — মানুষ ব্যথা ?

৭, আশ্বিন '৫০ ।
রবিবার ।

বর্ত্তমান জগত

জগত অতীত গিয়াছেতো চলে ; যে জগত আজ আসে
মুখে তার শুধু শান্তির বাণী, মনেতে গরল ভাসে,
কী জানি জীবন হয়ে গেছে কি যে, —দাম তার নাই কিছু,
অসি হাতে ধায় সদা যেন কারে জবাই করিতে পিছু !

হায়রে জগত !   হায়রে মানুষ !   হায়রে ধর্ম্ম-দয়া,
হায়রে কর্ম্ম বিষম লাগানো, —সব কিরে অপচয়া !
মানুষ পিষিছে মানুষের হাড়, কাড়িয়া মানুষ প্রাণ
এইতো সমাজ, নামে নহে কাজে —কেবলি কথার দান !

বঞ্চনা তার সকল টুকুনই, প্রবঞ্চনার মাঝে
সততা গিয়েছে ধুইয়া মুছিয়া কথার ঝলক কাজে,
চরিত্র পেয়েছে বিচিত্র গতি, —মতি মদে মাতোয়ারা,
সতী নাই হেথা প্রেতিনীর বাস, সকলি লক্ষীছাড়া

মনের কোমল বৃত্তি সকল —প্রেতের মূরতি ধরে,
নরকে গুলায়ে গিয়েছে জগত, হৃদয় শূন্যে ভরে ;
জীবনের দাম নাই হেথা কিছু, যেন সে খোলায় খুচি
জ্বলিছে আগুন মরমে দ্বিগুন ! শবের শ্মশান বুঝি !

সভ্যতা জাগে কতো রূপ খেলে, —সজেতে কুটিলতা,
হেঁদো কথা তারি বিচ্ছেদ আনে ; হতাশ সকল কথা !
নূতন নূতন কলি জাগায়,—স্বার্থের ছুরি হাতে,
ব্যর্থ করিছে সব বিশ্বাস, ছাড়ি নিঃশ্বাস বাতে।

জয়েরে দলিয়া নির্ভয়ে ফেরে সকল জুয়াড়ী চোর,
নিন্দার নাই লাজ-ঘৃণা-ভয়, ভোগে যে অসত জোর
নিভে গেছে আলো, ছায়া কালো ওই সকল বিষ জোড়া,
দেবতা নিয়েছে বিদায় ওরে রে—বিষে ভরা আগাগোড়া !

ভ্রান্তিতে ভরা শান্তির বাণী, চমকে ভরানো সব
চলিছে কেবলি কতো ভাবে নিতি, কথার মোহের স্তব ;
বন্ধু হেথায় বন্ধকে পড়ে কথার ঘুরানো প্যাচে,
সন্দেহ দোলে দুলিয়া দুলিয়া দুঃখ দুঃখে নাচে !

মানুষের যাহা করণীয় কিছু সব গেছে বাণে ভেসে,
মহত্ত্ব সে তো শুধুই কথায়,—স্বার্থ সভ্য, বেশে
কতো কথা কয় জীবন ভরায়,—বুঝি বা বন্ধু কতো,
পাকা চোর সব এসেছে হরিতে,—মনের শান্তি যতো !

বাহবা বাহবা, হানিয়া ওরে রে, আজব দুনিয়া ভারি
ছানিয়া ছানিয়া সভ্য হয়েছে—শিক্ষারে করি ধারি
চমকি চলেছে চমকায়ে পথ, লাগায়ে কতই তাক্
বুক জোড়া কথা, ছেঁদো হয়ে শেষে,—আকাশ সমান ফাঁক !

যেথায় যাইবে সেথায় হেরিবে অদ্ভুত সব শোভা
প্রাণ-কাড়া আর মন ভোলা কতো, বেশ সে মনের লোভা,
শুক্‌নো মনের পিরিতির ছিরি, প্রেতিনী মূরতি লয়ে,
অন্তরে নাই হাসি-রূপ-গান,—নরক আনিছে বয়ে !

এই যদি হয় সভ্যতা ধারা, এই যদি হয় শিক্ষা
মানুষ তবে তো গিয়াছে মরিয়া—মৃত্যুর পেয়ে দীক্ষা !
জীবন সত্য, এই মহাবাণী—সেও কি গিয়েছে মরে ?
বাঁচিবে কেমনে মানুষ প্রকৃতি—মানুষের প্রাণ ধরে ।

দুর্জনের মাঝে বাসে এসেছে, প্রকৃতি বিপর্য্যয়ে
প্রকৃতি রুষ্টা !—তুষ্টা কোথায় ? এই সভ্যতা রাজ্যে !
মরুদের মন শুক্‌নো নীরস, পাষাণ, মানব মন,
পাথর হোতেও হয়েছে শক্ত,—সাড়াহীন সর্ব্বক্ষণ !

পশু হতে পশু হয়েছে মানুষ,—সাধুবেশ তার ফাঁকি !
তিলক সে কেটে নামাবলী গায়ে, চলেছে স্বার্থ-লাগি,
জীবন তাহার বিষে জরজর—সরলতা নাই কোথা,
সরল স্নিগ্ধ মায়া দয়া যেন সব হয়ে গেছে ভোঁতা।

রূপ এ'যে যে মানুষের কাজ—ফাঁকি দিয়ে গড়া সব,
তাইতো জগত হয়েছে নীরস, প্রাণহীন সম সব,
ভোগের মাঝেতে কোথা শৃঙ্খলা, ভোগ হয়ে গেছে রোগা,
সভ্যের বুদ্ধি গিয়েছে পলায়ে, হইয়া নিরেট বোকা।

সারা জগতের কোনে কোনে খুঁজি—মনের মানুষ ওরে,
মানুষ, মানুষ, ব্যথার মানুষ,—সারাটি জীবন ধরে।
কোথা দয়া মায়া ?   সমপ্রাণ কথা, সরস জীবন ময়,
তাহা কি আনিবে মরমেতে মোর,—সে মানুষ অক্ষয় !

২৪, ভাদ্র '৫৭।
রবিবার

সাধক

সাধক হতে ইচ্ছা বড়ই সাধনা নাই কিছু,
কেমন করে সাধনা তার হাঁটবে পিছু পিছু ?
ফাঁকি দিয়ে কখনো কোনো মহত কাজ কি হয় ?
ত্যাগ, তিতিক্ষা দিয়েই জানি, চিত্ত করে জয়,

দুঃখ কষ্ট বিনা বল, কোন সাধনা চলে
ভাবতে বড়ই মজা লাগে মনের কৌতূহলে,
কর্ম্ম বিনা দেখেছ কি কোন কাজটি গড়ে,
সত্য পথে বিপদ আপদ,—যদি না তারে ধরে।

মনে মনে সাধক হওয়া বড়ই সোজা বটে।
চিন্তা-কর্ম সত্য-মনে, যদি না থাকে ঘটে
জনমের পর জনম যাবে, নিদ্রা-আহার ছাড়া,
অপমান ও লাঞ্ছনা যে করবে লক্ষ্মী-হারা,

দুঃখ হবে অঙ্গ ভূষণ, কষ্ট হবে সাথী
উঠবে না তার চিত্ত কভু চঞ্চলতায় মাতি,
ব্যথা এবং বেদনা যে জর্জ্জরিবে হৃদয়,
দেহ শুষ্ক হয়ে হয়ে কতই হবে ক্ষয়

তবু সে তার প্রাপ্তি তরে পাবে কি না পাবে,
এমনি ধারায় থাকতে থাকতে মনটি না হারাবে
নির্ব্বাত নিষ্কম্প রহে যদি প্রাণের শিখা
বিশ্বাস, ভক্তি অচল অটল—ভাগ্যে থাকে লিখা

তবেই অশেষ করুণা বলে, ভগবানের আশীষ,
সিদ্ধিরূপে নাম্‌তে পারে রহি অহর্নিশ।

সাধক কি গো সহজ কথা—সাধনা নহে সোজা,
লোক দেখানো সাধক হওয়া, শুধুই মিথ্যা বোঝা।

৭, ফাল্গুন, '৫১।
বৃহস্পতিবার।

নারী-শিক্ষার বহর

বেবি বোস এক খুলিয়াছে মেস্ বিডন্ ষ্ট্রীটের কোণে
সেথা মেয়ে খেড়ে আইবুড়ি থাকে কোলে আর অঞ্চলে ;
কেউ সেথা থাকে জল-তরঙ্গে রঙ্গে মাতায়ে গা,
কেউ বা রচিছে সুর কতো ভাঙি দোলায়ে লোহিত পা।

কেউ সেথা থাকে প্রেমেতে পড়িয়া প্রেমিকের টাকা নিয়া
মাথাটি খাইয়া চোখে জোঁক সম স্বপ্নের দিঠি দিয়া,
খিজি খিজি নাচে কেউ সেথা কভু ভারতীয় আর্ট করে
অঙ্গ দোলায় মাতঙ্গী সম প্রিয়রে বুকেতে ধরে।

কোর্ট সিপ করি' কোর্টে গিয়ে কেহ—করে বিচ্ছেদ কেস্
সিনেমায় ঢোকে স্বপ্নের চোখে,—কাম রম্ভার বেশ,
থাকে নারী কোন বেশ হাস্তি সম,—কালো হাঁড়ি সমরূপ,
দোলাইয়া হাতে শখিত ব্যাগে চলনেতে অপরূপ !

লক্কর কোন ছোকরার রূপে কেহ বা মজিয়া আছে,
কক্কর সম টক্কর দিয়ে তস্কর সম হাসে ;
এম, এ, বি, এ, কেহ করিয়াছে পাশ ভারী সে বিদুষী বেন,
মুগ্ধ করা সে শুদ্ধ স্বভাবে কালো দাগ যেন কেন !

ইস্কুল মাষ্টারি করে কেহ কোনো কুমারী বিদ্যালয়ে,
কেহ নার্স হয়ে ফার্স করি চলে ইংরাজী বুলি কয়ে,
মেয়ে ডাক্তার ভারী তার নাম,—পুরুষালি তার রূপ
লিডার হয়েছে স্বাধীনতা খোঁজে,—নিজেরে রাখিতে চুপ।

প্যারাসোল হাতে পায়ে হিল্-জুতো পড়ুয়া কুমারী কেহ
পিরিতি আঁটিয়ে রাস্তায় কোন যুবকে দেখায়ে দেহ
কামেতে মাতিয়া হেলিয়া দুলিয়া—কামনায় খুলি বুক
যুবের চোখে টলিয়া পড়িছে—হাসি হাসি তার মুখ।

বন্ বন্ করে ছোটে রাস্তায় খাস্তা তাহার দাপ,
পুরুষ কি নারী বুঝিতে না পারি—কুলিন কিম্বা কাপ্,
কেউ রহে ভারী সভ্যের বেশে, পাকা সে পাকাটে মেয়ে,
সাজগোজ তার বুঝেওঠা ভার, আছে কারো মাথা খেয়ে।

অর্গানে গায় কিন্নরী গলা, পেঁচার মত ডাকে,
তার চারি পাশ ঘিরিয়া অবাধ কতো না বয়াটে থাকে,
কেউ পাকা সতী রাখিতে পিরিতি ছিরিখানি বড় দীনা
কামকী তথা চকিতা প্রেক্ষণা, স্তন ভারে বড় ক্ষীণা!

কালো কেশ রাশি উড়ায়ে বাতাসে চোখের চাহনি হানি,
মন দিয়া টানে বয়াটে যুবকে কামে দিয়ে হাত ছানি,
স্বভাব গিয়েছে কারো রসাতলে, রসের ফোয়ারা খেলি
চঞ্চলি গেছে রসেতে ডুবিয়া,— মোহিনী মায়ারে মেলি।

বেণীটি দোলায়ে দেহটি হেলায়ে ছড়ায়ে রূপের তাপ,
যে হেরে তাহারে ভাবিছে যেন এ' কালো কি কেউটে সাপ!
চশমা চোখেতে বাবুনি সেজেছে—গম্ভীর কতো ভারী
পাশে প্রিয়তম ডিয়ার, ডিয়ার,—সেই যেন একা তারি।

মাথার কাপড় নামে ওঠে পড়ে ব্যস্ত দেখাতে মুখ
ভারী সুন্দরী বেহায়ার সম, লাজ নাই একটুক্
টুক্ টুক্ করে রাস্তা বাহিয়া চলাফেরা করে কেউ
অঙ্গে ঠেলিয়া পথিকের দেহ বহায়ে প্রণতি ঢেউ।

এইতো সমাজে নারী শিক্ষিতা লেখাপড়া জানা বেশ
সরমে তাহার কই নারীভাব লজ্জার নাই লেশ
সজ্জায় দিয়া সাজিয়াছে বেশ, মনে নাই পূত ভাব,
ভিতরে রয়েছে গরল ভরিয়া, কর্ম্মে স্বার্থলাভ।

পুরুষেরে দেছে পঙ্গু করিয়া, পৌরুষ কাড়ি' নিয়ে,
পাল্লা দিয়েছে আলগা সমাজে কামনা মাধুরী পিয়ে,
সংসার গেছে ছারেখারে ওরে ভোগের আসরে রহি
ঘর-কন্নায় ঘেন্না ধরেছে—পিত্তের জ্বালা বহি।

সতীর বদলে ভ্রষ্টা যে নারী ; মাতার আসন কই
মাতার নামটি কালো কলঙ্কে, হেরি মা আঁধার বই,
ভগিনীর স্নেহ, শান্তির গেহ নির্ম্মল কই নীড়,
দেবতা কোথায় জড় হয়ে গেছে পাথরের সম স্থির!

স্বাধীন হয়েছে প্রগতির চোটে ফুটেছে চোখ যে বাক্
শিক্ষার নামে কামনার বাড়া পৌরুষ সম জাক্
সমাজ হয়েছে বিষে জরজর—দূষিত বায়ুরে সেবি,
পবিত্র কোথা সাবিত্রী সম, কোথা সতী! কোথা দেবী?

নারীর স্নেহেতে জগত পালিত নারী রাখে প্রাণে মান্
নারী দেয় আনি সুধা সম বাণী, নারী যে প্রাণের গান্
সংসারে আনে সিদ্ধির রূপ, ধন-জন-কুল-শীল,
পুরুষের প্রাণে তেজে ভরি দিয়া, সৃজনে রেখেছে মিল্!

নারী তার তেজে গড়িয়া জগত স্রষ্টার নীতি রাখে
পুরুষের তেজে নারী যে রহিয়া স্বরগের রূপ আঁকে
দেহের আধেক শৃঙ্খলা হীন—পুরুষ বাঁচায় মরা
সৃজন পালন্ ভবে অকারণ শূন্য চির এ ধরা!

২, কার্ত্তিক '৫৭।
বৃহস্পতিবার।

পচা দুনিয়া

এই দুনিয়া গেছে পচে দুষ্ট লোকের কাজে,
সুকাজ হল দুর্লভ যে, কেবল কথা বাজে !
শেয়াল-কুকুর মতন মানুষ—পেট করেছে সার
যেমন তেমন করে কাটায় ; —জীবন কি অসার ?

কথা বলে অনেক বটে, একটিরও দাম নাই,
প্রাণটা যেন সব সময়ই করতেছে খাই খাই,
সকাল থেকে সাঁঝ অবধি কেবল জুয়াচুরি
ফাঁক খুঁজিছে কেমন করে মারবে মিছরি-ছুরি !

ভাবতে গেলে প্রাণটা ভয়ে করে যে হাস্-ফাঁস্
কেমন করে এই দুনিয়ায় চলবে করা বাস ?
কে ভালো আর কে মন্দ চিনতে পারা ভার
বুদ্ধি ঘোলায় বুঝতে যেয়ে, চক্ষু যে আঁধার !

আকার প্রকার দেখতে তো বেশ, —কথাও ভারী মিঠে,
দেখবে লোকটি শেষ কালেতে, সয়তান্ মিট-মিটে,
তা বলে তো চলবে না'কো—থাকতে দুনিয়ার
ঠক্ দুনিয়া ঠকামিতে, — মন ভুলায়ে যায় !

ধরম করম সব গেছে যে —বন্ধু শত্রু ভালো,
চিনতে চিনতে মনটা যেন যায় যে হয়ে কালো।
যতই দেখি ততই ভাবি, —কেন এমন হয়,
এই মহাপাপ কেমন করে যায় !   ভগবান সয় !

৬, ফাল্গুন '৫১ ।
বুধবার ।

নেতাগিরি

বক্তৃতা ছাড়ে আগুন ছড়ানো দাঁড়ায়ে সভার মাঝে,
নেতা মহাশয় নেতাগিরি তার, ভারী যে ব্যস্ত কাজে !
নাম তার কতো মস্ত সে লোক, কথার জমক বড় ;
বোকা লোকদের এমন করিয়া ঠকাতে বেজায় দড় !

লক্ষ্মী বড়ই চঞ্চলা ঘরে, অভাব নাহিক ঘোচে,
কাঁদিল বুদ্ধি ফিকির খুঁজিয়া, —যদি বা দুঃখ মোছে,
দেশের কাজেতে আদাজল খেয়ে লেগে গেল তাই আজ,
নাড়ি' নাড়ি' হাত করি লোক জড়, বক্তৃতা দেওয়া কাজ।

স্বার্থ তাহার নাম কেনা শুধু—কেমনে বোচকা বাঁধে,
বোকা লোক পেয়ে গেঁয়ো লোক সবে এক করে কথা ফাঁদে ;
ছুটায়ে দিলরে কথার তুবড়ি লাগায়ে সবারে তাক্
এমনি করিয়া নিল বশ করি, — গড়িয়া কথার চাক্ !

কভু পিসি হয়ে, মাসি হয়ে কভু, ত্যাগ তার ছড়াছড়ি,
গালাগালি দেয় দেশ-সরকারে নির্ভিকতায় ভরি,
জেলে যেতে ভয় মনেতে উদয়—নেতা হতে ভারী সাধ,
নেতা হতে গুণ যাহা পেতে হবে, পড়ে গেছে সব বাদ !

এদিক ওদিক তাকায়ে ঝাঁকায়ে মাদুষে ব্যথার সুরে
সমবেদনায় ত্যাগ চমৎকার, উঁকি মারে ফিরে ঘুরে,
বোকা লোকগুলি বোনে গেছে বোকা, জয় দেয় তার নামে
হায়রে দেশের সেবায় এমনি, —কতো কাজে মাথা ঘামে !

ফাঁকি তার সব কথার দাপট—কপট জলুষ ভারী
চিনে জোঁক সম শুষে খায় খুন হইয়া তোষণ চারী
দুনিয়া দিতেছে ক্রমশঃ করে, কথায় চমক চালায়
ওস্তাদ্ বড় চালটি মারিতে, —বোকা তারে বড় দায়!

দেশের লোকেরা কানাকানি করে —"ঘুচিবে দুঃখ তাদের,
বেড়ে যাবে বুঝি মানুষের মান— সুখ হবে খুব ঢের
বাড়িয়া উঠিবে ধনে জনে কত্তো, পয়সা আসিবে ঘরে,
খাওয়া পরা সব স্বচ্ছল হবে, নেতার ত্যাগের তরে।"

দেশ পাবে দেহ মুক্ত স্বচ্ছ, মান আরো যাবে বেড়ে
চলিবে সবায় স্বাধীন সুখেতে জয় হবে কত লাভে,
বোকা লোকগুলি এমনি করিয়া একে ওকে কত কয়
মোদের নেতার ত্যাগেই ওরে যে, নেতার নাইকো ভয়।

মিথ্যা কথা ক'দিন টেকেরে, সত্যি যদি না থাকে,
শুনিতে বেজায় মিঠে লাগে বেশ, কথায় কপট হাঁকে,
স্বার্থ সবায় সিঁদ কাটি ঢোকে, ঘুমানো লোকের ঘরে,
বোকা ঠকাইয়া কথা ঝাঁকাইয়া বোকা লোকগুলি মারে!

নেতা মহাশয় খুশি মনে মনে, ওষুধ ধরেছে বেশ্
বোকা লোকগুলি তারে বুঝিয়াছে, তবে কোথা ভয় লেশ,
এবার চলিবে জারিজুরি তার বোকা লোকগুলি লয়ে
কিছুদিন বেশ চলিবে তাহার, কথার বেসাতি বয়ে।

যেথায় যাইবে শুনিবে কেবলি নেতার জয়ের ধ্বনি
হুজুকে মেতেছে চলেছে ডাকেতে নেতার বাণীরে গণি,
চাটাম চলিছে আড্ডার মাঝে হাই তুলি মাঝে মাঝে
সবারি মুখেতে নেতার কথাটি যশের ধ্বনিতে বাজে।

চা'র মজলিসে গুলজার করে বসিয়া চায়ের কাপ
বলিছে সবায় সাবাস্‌ ! সাবাস্‌ ! নেতার বড়ই দাপ !
ভারি ভারি কথা দিয়াছে চালিয়া আজি যে সভার মাঝে,
যেথায় যাইবে জয় নেতা জয়, —হাটে, বাটে, পথে, ঘাটে ।

যেথা কথা ফাঁক সেথা শুধু ফাঁক্‌ —ফিকির ফন্দি ভরা
কথায় বেসাতি করে কেনা বেচা, —হিসাবে হিসাব ভরা
ত্যাগ নাই যেথা বৃথা সব সেথা মিঠার বুকনি দিয়া
সোজা মানুষের ঠকাইতে সোজা, —সরল মনেতে নিয়া !

সারা দুনিয়ায় চলিয়াছে বেশ কথায় প্যাচের খেলা,
বেঁকারে তুলিছে সোজা কথাটিরে নিজের স্বার্থ বেলা ;
সভ্যতা এই শিক্ষাকে লয়ে মানুষ, কভু কি জাগে,
মানুষ গড়ন এরেই কি বলে—ভাবিতে বিষম লাগে ।

৭, আশ্বিন, '৫৭ ।
রবিবার ।

পাশ করা ছেলে

লেখা পড়া শিখতে শিখতে পাশ তো করলো অনেক,
নিত্য নূতন বুদ্ধির চোটে,—জাল করল চেক ;
বুদ্ধির প্যাচে বিত্তে গজায় মুখে মিষ্টি বুলি,
দিন-দুপুরে মানুষ ঠকায় চোখে মারে ধূলি !

বাহবা রে শেখার শোভা ! শিখতে শিখতে শেষে,
শুচের মত ঢোকে মনে পাকা চোরের বেশে ;
পাকা পাকা কথাগুলির তাল পাকানো মানে,
আঁকা-বাঁকা ভাবে চলে তাকিয়ে সকল খানে।

শিক্ষা পেয়ে হয়েছে বেশ গায়ের চামড়া পুরু,
মান-অপমান এক করেছে নাইকো লঘু গুরু।
বিদ্যে দেবীর কৃপায় যদি এমনি শিক্ষা হয়,
আলো কোথায় ? সারা জগত দেখি আঁধার ময় ;

সৎবুদ্ধি চুলোয় গেছে কুবুদ্ধি বেশ বোঝে,
স্বার্থগুলি করতে হাসিল চালাকি সে খোঁজে,
মূলেই আছে লোক ঠকানো—করতে উপকার
কথার প্যাচে লোকেরে দেয় ভস্ম উপহার।

পড়েছে সে কেতাব অনেক পেয়েছে খেতাব কত,
খুলে গেছে তা'তেই কুটিল বুদ্ধি অত শত।

রত্নাকরে ডুবে ডুবে তুললো সোনা ফল,
রত্ন খোঁজা পড়ে থাকুক, পেয়েছে জঞ্জাল ;
এই যদি হয় আদর্শ গো লেখা পড়া শেখার
মূর্খ থাকা ছিল ভাল তবে তো তাহার ।

৬, ফাল্গুন, ৫১ ।
বুধবার ।

মানুষ ও প্রকৃতি

বাঘেরে চিনেছি তাহার স্বভাবে, সাপেরে চিনেছি ফোঁসে,
ছাগে কামনায় শেয়ালে চালাকি,—ভালুকে চিনেছি রোষে ;
সব জানোয়ার ইতর প্রাণীর স্বভাব জানি তো বেশ
মানুষ চিনিতে পারিনি এখনো,—পাকায়ে মাথার কেশ।

জানোয়ার সব লুকায় না কভু, আপন বৃত্তিগুলি,
তাদের নিকট যাওয়া তো সহজ—রয়েছে স্বভাব খুলি ;
তারা তো তাঁদের নিজের সরল গরলে দেয় না ঢাকা,
মানুষ চিনিতে অতো সোজা নয়, হরেক রঙে সে আঁকা।

মানুষ আকারে বেশ তো দেখিতে প্রকারে বোঝায়ে দায়,
বহু বিচিত্র ভঙ্গি সে লয়, কতই ভাবেতে চায়,
কেউ যেন বাঘ, কেউ যেন সাপ—ধূর্ত শেয়াল যেন,
জানোয়ার শত বৃত্তি ধরিয়া, লুকায়ে চলিছে কেন ?

বুদ্ধি তাহার আছে তো বিশেষ প্যাচানো পেঁচের মত
বোঝে সেতো বেশ ভাল ও মন্দ—কাজেরে বাছিয়া কতো,
তবু হাঁটিবেনা সোজা পথে মোটে—চলা তাঁর বেঁকা তেড়া,
আপন স্বভাব-স্বার্থে মজিয়া, স্বার্থ বুদ্ধি ঘেরা !

পাহাড় হেরে না উদার প্রকাশে, আকাশ ছুঁয়েছে ওই,
মানুষ গরলে রেখেছে ঢাকিয়া, আপন প্রভাব বই
মানুষ কেন সে কুটিলেতে ভরা—সে এমন হয়,
সরল হইয়া সহজে আসিতে—কেন সে কুটিলে রয় ?

পাখীর কাকলী বনের আকুলি আপন সুরেতে গাহে,
মানুষ কিন্তু মনের সুরেতে—শুধু সে স্বার্থ চাহে ?
বনের মাঝারে সরিৎ ছুটিছে সরল স্বভাবে চলি
মানুষ কেবলি স্বার্থে মজিয়া শুকায় ভাবের কলি !

মানুষ ছাড়িয়া প্রাণীর জগত স্বভাবে প্রকাশ পায়,
প্রকৃতিরে ধরি' চলেছে সবাই, প্রকৃতির পানে চায় ;
আহারে বিহারে বাড়িতে মরিতে জনি হইতে সব
প্রাণীর জগত প্রকৃতিরে চাহে,—প্রকৃতিরে করি স্তব ।

মানুষ বুদ্ধি চালায়ে চলিছে নিজেরে স্বভাবে ঢাকি
তাই তো মানুষ কতো রূপে কেটে অযুত রূপেরে আঁকি,
মানুষ চলেছে আদি কাল হতে প্রকৃতিরে হাতে নিয়ে,
প্রকৃতির সে যে খেলা দুরন্ত, শান্ত রৌদ্র দিয়ে !

প্রকৃতি দুলাল হয়েও মানুষ,—প্রকৃতিরে ভাঙি চুরি
অতুল শকতি বুদ্ধির সাথে, প্রকৃতিরে করে চুরি,
নাচায়ে প্রকৃতি কাঁদায়ে প্রকৃতি তাহার আপন সাথে
বিচিত্র মানুষ সৃজনেই বড়,—প্রকৃতির দিন রাতে ।

বিরাট তাহার বিভূতিপ্রকাশ ধরণী জুড়িয়া চলে,
ত্যাগে ও ভোগেতে সংযোগ হয়ে মানসের কৌশলে,
মানুষ কুটিল, মানুষ সরল, বহু ছলনায় ধরি,
মানুষ ফুটিছে মহা গৌরবে কতো না মুখোস পরি' ।

নিজেরে রাখিতে সমর-পিপাসা প্রকৃতি করিতে জয়
চিরন্তনের যাত্রী তাই সে দলিয়া দুঃখ ভয়
উঠি' পরি' চলে, করে ছুটাছুটি-টুটিয়া প্রকৃতি-খেলা
আকাশেরে ঠেলি সাগরে বাধিয়া বসায়ে তাহার মেলা ।

তার দুরন্ত অবোধ শাসন জাল দুহস্তে ভেদি'
সময়ের তালে চলেছে সে ছুটি সুধার অসিতে ছেদি'
জীবন তাহার বহ্নির সম দাউ দাউ জ্বলি ওঠে,
প্রাণের জোয়ারে স্বার্থের তরে দস্যুর মত লোটে।

স্বার্থ তীব্র ভোগ-পিপাসায় প্রকৃতি করিতে জয়,
মানুষ চলেছে আদিকাল হতে—চায় না কো পরাজয়
তাই তার নীতি এতো দুর্জ্ঞেয় কুয়াশায় এতো ভরা,
মানুষ তাই তো মানুষ ভাবেতে লুণ্ঠন করে ধরা!

২৭, আশ্বিন '৫০।
শনিবার।

আত্মীয়তার কষ্টিপাথর

এই দুনিয়ায় আত্মীয়তা, রাখা বড়ই দায় !
একে আমায় রাখতে যেয়ে, প্রাণ করে আয় চায় !
প্রাণের টানে ধরতে গেলে, বানিয়ে দেবে বোকা,
যেন তুমি আস্ত গাধা,—মস্ত হাবা খোকা ।

আত্মার ঘনিষ্ঠতায় জানি সেই আত্মীয় জন,
তলিয়ে তারে বুঝতে গেলে জট পাকায় যে মন,
তখন ভাবি বেশ তো ছিল রাস্তার লোকগুলি,
বিপদ কালে নেছে দয়ায় কতই মোরে তুলি

তাদের সাথে সম্বন্ধ তো রাস্তায় পরিচয় ;
এখন দেখি তারাই যে মোর অনেক বন্ধু হয় ।
ভাইয়ের মাসী মেসোর খুড়ো কেবল কাজের বেলায়
দেখা হলেই মুখ ফিরিয়ে চলে যে রাস্তায়

টাকা ও নাম যদি থাকে তবেই আসবে কাছে,
নইলে জানবে সত্যি সত্যিই তুমি একটি বাজে
এইতো বুঝ আত্মীয়তার বিশদ মানেটি
সত্য মানে মিলবে ইহার—কোনখানে কি ?

ইহার চেয়ে পর যে ভাল, তার পরেতে বন,
তারও পরে সবের ভাল,—সত্য সনাতন ।

আপন পর এই দুনিয়ায় চেনা বিষম ভার,
বুঝতে গেলে গুলিয়ে যাবে—জটীল যে সংসার !
আত্মীয়তা কথাই কেবল, শুনতে লাগে বেশ,
ঘুম পাড়ানি গানের মতন— মত্ততা আবেশ ।

৭, ফাল্গুন '৫৯ ।
বৃহস্পতিবার ।

সমাজ-চিত্র

সমাজ গড়িতে চালায় শাসন উপদেশ বাণী করে
ইনিয়ে বিনিয়ে কথা কতো বেচে, ছেঁদো কথা সব স'য়ে,
মাতুব্বুরির মন-মাতানো কথা, নরম গরম বুলি,
হাতেরে নাচায়ে চাহনি বেকায়ে—চোখেতে ছুড়িয়' ধুলি !

বদ্দিনাথের ষাড় ছুটে গেছে তেপান্তরের মাঠে
কলা-কচু নিয়ে, মনের দুখেতে—বেচিতে চলেছে হাটে,
দুধ খাও তুমি, গরু পুষি আমি খড়-খোল-ভুষি দিয়ে,
হায়রে দুঃখ বিধাতা নারাজ, কোন্ সে বিচার নিয়ে ?

সমাজ-বাগানে ঘেটুফুল যতো, বিলকুল গেছে ছেয়ে,
গুরুর মন্ত্রে পূত হবো বলে,—কাদায় উঠিনু নেয়ে,
উপদেশ-বাণী অবিরত পেয়ে—মানুষ বিনীত গাধা,
মানুষ চিনিতে বোঝা দায় হলো,—এ'যে রে গোলক ধাঁধা !

সমাজ যেন রে চিড়িয়াখানা, জন্তর ছড়াছড়ি,
আহ্লাদে সব আটখানা যেন কিস্তর টিকি ধরি !
রঙ্গে ও বেরঙ্গে বহুরূপি যেন কত রূপ নিয়ে জাগে
ধেই ধেই করে নেচে ওঠে তারা—অদ্ভুত বড় লাগে !

টিকি ঝুলাইয়া নামাবলী গায়ে, ব্রাহ্মণ বেশ ভালো,
মামুলী কথায় আসর সাজায়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে আলো,
মোল্লা-মিঞার মেওয়াটি মধুর—চর্ব্বণ করো যদি,
কেঠো কট্ কট্ করে মট্ মট্ জব্বর পাকা গদি !

খ্রীষ্টের খতের কসুর করেছে, তাই সে যে খৃষ্টান্ !
বর্দ্ধিত-মদ-জল খাস্তা পিয়ে, দিয়েছেরে পিঠটান্ !
খুশিও ভালো, মটনও ভালো—সব ভালো যত কালো,
অন্তরখানি করো না সরল, গরল সেও তো ভালো !

হিন্দুর দাদা মানুষতা ভজে সব মানুষই ভাই,
বনে জঙ্গে নাচে, বোচা কান ধরি—হাতে দিয়া তাই তাই,
বৈষ্ণব বুক, প্রেমালিঙ্গনে,—প্রেমের বড়ই বহর,
সব এক ভাই দুই নাই কেউ,—অগোনা সিন্ধু-লহর !

শাক্তের পোতা বড় মনোলোভা, কসরৎ তার ভারি,
লুকোচুরি খেলা যেন আলোছায়া, যেন রে মাংস-কারি ;
লোল্ জিভ্খানি পুরো দেড়হাত,—ধরেছে ভোগের রোগ,
মন তার সদা শূন্যে উড়িছে, করিয়া মাংস যোগ !

ব্রহ্মজ্ঞানি সদা সে যে ধ্যানি,—চোখ বুজে উপাসনা,
সৎ গেছে তার চিৎ হয়ে শুয়ে, অগুনা বেহায়া পনা,
"ই-ব্রা-হি-ম্ এর ধর্ম্ম যে তার সব এক, নাই দুই"
সেথায় জুটেছে কই পুঁটি হতে কাতলা-মৃগাল-রুই !

নেতা মহাশয় ছেড়া জেনা পড়ে সেজেছে দেশের সেবক
কথায় দাপটে কপট পাশা সে, খেলিছে ধর্ম্ম-বক্,
উকিল, ডাক্তার, শিক্ষাবিদ সব করিতেছে কারবার
বোকা মানুষেরে ঠকায়ে ঠকায়ে—নেকামির ব্যবহার !

সেকুলারির ভুটো ঘরে সব, সকলি যে জোড়াতালি,
এধার হইতে যাইতে ওধার, দুধারই হয়েছে খালি,
স্বভাব গিয়েছে অভাবে ডুবিয়া,—দূষিত মনের খেলা,
গর্ত খুঁড়িয়া, গর্ত গভীর ! মর্ত্তেতে খায় ঠেলা !

চরিত্র গেছে বিচিত্র হয়ে যে—যেন এক চিতা বাঘ,
পশু কী মানুষ চিনা বড় দায়, লাগায় বিষম তাক্ !
যদিও না জোটে, কাপড় ও ভাত—জন্মাতে ওস্তাদ
ফাঁক নাহি যাবে একটি বছরও,—সে যে বিধাতার হাত !

শিক্ষা গিয়েছে ভিক্ষা মাগিতে নিম্ন বৃত্তি শত
কুৎসিত হতে যতো দূর পারে, বাকি নাই আছে যত,
সাধু চলে সদা কাঁদো কাঁদো মুখে,—মুখে সে মানুষ ভালো;,
আলো জ্বালাইতে আরো আঁধার,—করিছে শাদারে কালো !

যুবক-যুবতি, ছাগ-দম্পতি লমপটে লট্‌পট্‌,
এধার ওধার চৌকস বড়, সে বেলায় চট্‌পট্ !
ভোগ গেছে রেগে ওঠে বেকে বেকে,—রাগেতে ফুলায়ে ঠোঁট,
এমনিই যেন চিরকালই যাবে—কি যেরে মজার চোট্ !

ঝুম্ দাম্ ঝুম্ গুলজারি ওঠে মানুষ সমাজ নাট,
বসে গেছে হাট, চলে কেনা বেচা—ফিকির ফন্দি সাট,
গ্যাট্ গ্যাট্ চলে গদাই চালেতে, কতো অভিনয় সুরে
মানুষ যেন রে ভোজের বাজিটি, আজি এ' জগতপুরে" !

মানুষ চলেছে আপন সুরেতে দেখায়ে মনের ছবি,
কতো বাসনার ব্যসনে মাতিয়া, কামনার ছায়া লভি,
এই কী জীবন ! মানুষ জীবন ! এই কী মানুষ জনম !
এই কী মানুষ ! মানুষ হইয়া—মানুষের সব করম !

২৭, ভাদ্র '৫৭ ।
বুধবার ।

নারী ও পুরুষ

নারীর মরমে পুরুষ যে বাঁধা, নহিলে পুরুষ নাই,
আধা অপূর্ণ মানুষের দেহ পৌরুষ কোথা পাই?
পুরুষও নারী দুয়ে এক হয়ে পূর্ণ মানুষ রূপ
পুরুষের প্রাণ নারী প্রাণে মিশে নারী হয় অপরূপ।

তেজের সনেতে মাধুরী মিশিয়া পুরুষ গড়িয়া ওঠে
পূর্ণ রূপের জোয়ার খেলিয়া পরিপূর্ণতে ফোঁটে,
অভাবে স্বভাব কোথা ভাব তার, বন্ধ সৃজন-কারা,
জীবনের গতি কেমনে ছুটিবে নারীর পরশ ছাড়া!

নারীর পরশ পৌরুষ পেয়ে, মানুষ পূর্ণ গোটা,
মানুষে মানুষ হয় অপরূপ,—মানুষ পূর্ণ ফোঁটা,
রসময় রূপ নারীর ধরম, পুরুষ নারীরে পেয়ে
জাগিয়া উঠিছে পৌরুষ তেজে, নারীর পরশ ছেয়ে।

জগতের গতি প্রাণ ধারে ছোটে রসের রূপের ভরে
প্রগতি জীবন পেয়ে নবগান,—নানা রূপে খেলাকরে;
কেহ ছাড়া কেহ লভে না জীবন, সব যে রে চিরমৃত,
সৃজন বচন বৃথা হয়ে যায়, আঁধারেতে আবৃত।

আলোর খেলায় সৃজন দুলিছে দুয়ে হয়ে একরূপ,
ভাবে ও তেজেতে মিলিয়া মিশিয়া গভীরেতে নিশ্চুপ!
আঁধারে বেড়িয়া ওঠে ফুটে আলো বিপুল বেদনা লভি
রস-বিচিত্র ছন্দের চিত্ত,—অফুরানো তার সর্ব!

কঠোর অঙ্গে কোমল পরশে, মানুষ,—মানুষ রাজ
মানুষ ফুটিছে অজানা ভাবেতে রচিয়া প্রেমের তাজ
নারীতে রয়েছে কতো মেঘদূত বিরহে বিধুর করি,
লভি' অমরতা আনে কি বারতা,—ক্ষয়হীণ গানে ধরি?

নারীত্ব রস নারীতেই জাগে পুরুষের তেজ পেয়ে,
মানুষের ভাবে নিয়ত জাগিয়া,—তেজের তড়িতে নেয়ে,
তাই সে যে মাতা বিশ্ব-পালিকা,—স্নেহময়ী স্নেহাধার,
বক্ষে তাহার শত শিশু শোভা, জননী সে বার বার।

মাতৃত্ব তার পূর্ণের রূপ, মাতা রূপ দেহ পেয়ে,
স্নেহে ছুটে চলে সরিৎ ধারায়—এই বসুধার গেহে।
সরস তাই তো ধূসর ধরনী, সবুজ বসন পরি,
ধূ ধূ মরু তাই-রস বিচিত্র—রসময়ী রূপ ধরি।

নারীত্ব ছাড়া জগত আঁধার, নারী ঢালে প্রেম-ধারা,
স্নিগ্ধ ও পূত দিব্য ভাবের বুকের সুধের ধারা;
দয়াও মমতা সরমে জড়ায়ে নারী তাই ওরে দেবী,
সকল বিপদ সুগম করে সে পূণ্য করম সেবি!

নারী চরিত্র তাই বিচিত্র, নারী তাই পুরুষেতে,
গিয়াছে মিলিয়া কোমলতা রয়ে তার নারীত্ব পেতে,
এই নারীত্ব অরূপ বিত্ত, সে যে পবিত্র অতি
বিষময় হবে বিপথে চলিয়া বিষে ভরা হয় যদি!

মানুষ সৃজন তখনই সফল, প্রকৃত হইবে চলা
যখনই হইবে নারীর সে দেওয়া, প্রকৃত কথায় বলা,
জীবন হইবে সেব্য তখনই, জীবন নহে তো বৃথা,
নারীর মাঝারে জাগিবে যখনই মানুষের মাতা-পিতা।

সংস্কারেতে যাহা গড়ি' ওঠে—শিক্ষা রুচি সয়ে,
নারী ও পুরুষ তাহাতেই জাগে পরম দীক্ষা পেয়ে;
বাহির ভিতর এক হয়ে গেলে, কোথা তার ভেদাভেদ
জীবন সেথায় দুর্বারে ছোটে, বাধার না থাকে ছেদ॥

মানুষ গড়িয়া তোলে গো তখনি পুণ্যের সংসার,
দেহে এক হয়ে মিলন স্বজন দুই রূপে একাকার।
বিধাতা-বিধান—প্রকৃতি নিয়ম—প্রকৃতির সব খেলা,
সে যে অপরূপ নহে তো তুচ্ছ,—নহে কভু অবহেলা!

জীবন ধন্য পূণ্য তখনি, শূণ্য নহে তো তাহা
পূর্ণ জীবন, প্রাণের গৌরব—লভিয়া হৃদয়ে যাহা,
পুরুষেতে নারী, নারীতে পুরুষ বিচিত্র তাহার কল
অপরূপ এই মিলন রচনা,—প্রকৃতির কৌশল!

১৫, আশ্বিন, '৫৭।
সোমবার।

বড়লোক ও গরীব লোক

বড় লোকের মোটর গাড়ি রাস্তা দিয়ে চলে
হন্ হনিয়ে গরব ভরে গরীবে যায় দলে,
বড়লোকের পয়সা আছে, বড়লোকেই মানুষ,
দাম কি আছে গরীব লোকের! গরীব ধানের তুষ!
লাখে লাখে গরীব মরে—এই বড়লোক থাকে,
মোসাহেবে ঘেরাও হয়ে,—এই দুনিয়া রাখে।

কত্তো গরীব মেরে মেরে পেট করেছে মোটা,
এদের যেন মুঠোর মাঝেই সব দুনিয়া গোটা
পয়সা ভারি আছে বলে সব দুনিয়া তার
হা ভগবান! তুমি কোথায়? কারে ক'ব আর!

এই দুনিয়ার যা' যা' ভাল, সব কি তাদের তরে?
নিখিল মানব যাবে কোথায়? সব কী গেছে মরে?
সবার মুখের গ্রাস কাড়িয়া, এরাই বড় হয়
বড়র দাম যে বেজায় ভারী! ছোটর দাম কি নয়?

টাকার জোরে বুদ্ধি খেলে, শুষে তাদের শোণিত
মোটে জোঁকের মতন মোটা—হায় দুনিয়ার রীত!
বড়লোকের সবই ভাল, গরীবের কি আছে
কোন মতে মাথা গুঁজি—এই গরীব যে বাঁচে।

তাদের পানে কেউবা তাকায়—কি দাম তাদের বল,
দুঃখ কষ্টে যাই যে রে শেষ, চোখ যে ছলছল;
এই দুনিয়ায় কিছুই আমি বুঝতে পারি নাকো
আমি জানি, হা ভগবান! তুমিই সবে রাখো।

৭ই ফাল্গুন '৫৩।
বৃহস্পতিবার।

কালের চাকা

কালের চাকা বড় খড়িয়ে ঘুরবে চিরকাল,
বদ্‌লে যাবে চলার ধারায় এই দুনিয়ার হাল,
কাল দুনিয়া যেমন ছিল, আজ দুনিয়া কি
চলছে তেমন চলার ধারায় মানুষ নিয়া কি ?

এই প্রকৃতির চেহারা ছিল আগে যেমন নিয়া
তেমনটি কি আছে আজো, সেই রূপটি দিয়া ?
আঁধার যুগের মানুষগুলি ছিল কেমন বা
আলোর মানুষ চলছে কি গো নিয়া তেমনটা ?

যুগ চলেছে যুগের পরে অফুরানো হয়ে,
কত কত নূতন ধারায়, নূতন কথা কয়ে,
বর্ব্বরতার যুগের নিয়ম এখন চলে কি ?
এই প্রকৃতি সেই নিয়মে তাহাই বলে কি ?

কালের চাকার ঘুরন্ খেয়ে মানুষ কতই কয়,
নূতন চলন, নূতন বলন, কেবল নূতন হয়,
সে' ভাল কি, এটা ভাল, বিচার করে করে,
কেই বা এমন ঘামায় মাথা চিন্তা ধরে ধরে।

শিক্ষা এবং সভ্যতারই মাপ কাঠিটি নিয়ে,
কোন্ জ্ঞানবান্ করবে মাপন চিন্তা চালি দিয়ে ?
কালের চাকার ঘুরন খেয়ে এই প্রকৃতির নিয়ম,
যুগের পরে যুগকে কেবল করছে অতিক্রম।

৮ই ফাল্গুন '৫৯।
শুক্রবার।

নারীত্ব

রসহীন হয় তবে এ' নারীর রূপ ; নারীর আকার
পুরুষালি সে যে তাহা প্রতি কাজে নিতি বারংবার ;
নারীত্বে দেবীত্ব চাহি', তেজ চাহি দেবীত্ব সমান,
স্ত্রীত্ব যে বৃথা সেথা ; যেথা নাই মাতৃত্বের দান !

দেবী কোথা গেছে গেছে ?   —মানবী যে রাক্ষসি, দানবী,
গৃহস্থালি লক্ষ্মীছাড়া !   শুষ্ক প্রাণ !   শূণ্য সেথা সবি !
অন্নপূর্ণা বসুন্ধরা, —হাহাকার !   কই অন্ন !   কই,
প্রকৃতি ধূসর রূপা !   মরুময়ী !   তামসী যে অই !

রূপ নাই !   গন্ধ নাই !   শূণ্য ওরে শুধু হাহাকার !
আছে ব্যথা বুক জোড়া !   আছে প্রাণ্, ম্লান ব্যর্থতায়
জীবনের শূণ্য বুকে —কালিমার কলঙ্ক লেপন্
পঙ্কময় প্রাণ পরে শঙ্কা শুধু !   কলুষ অঙ্কণ্ !

নারী, নারী, —নারী কোথা ?   নাই তাতে কোনো পবিত্রতা !
দয়া-মায়া-ক্ষমা শূণ্য ; পাপ-তাপ, শুধু কুটিলতা !
অমৃত শুকায়ে গেছে, ধরা ওরে বিষে জরজর !
ধরণী ধরিতে নারে মৃত্তিকার স্নিগ্ধ অন্তর !

কাঁপনে যে থর থর শিহরে এ' সৃষ্টির লহরী
প্রাণ তরী বানচাল্ — বন্যা কূল !   বজ্রনাদ ধরি
দেবী কোথা, সারাৎসারা ?   আছে কিরে মানুষের প্রাণ ?
ভরিল কে সুর মধু —এ' কুসুমের ম্লান কিরে গান্ ?

গেহে নাই গৃহিনীর স্নেহ-ধৌত প্রাণের সম্ভাব,
কই বিত্ত বেদনায় ? কই চিত্তে, —জীবন্ত উল্লাস !
রূপ গেছে শূণ্যে উড়ে, নাই সেথা বাঁশরীর তান্ !
গৃহ যে অরণ্যময় —বজ্ররূপা দানবীর দান্ ?

কলুষিত কাম চাপে, হন্যা সম উন্মাদ্ কুকুর,
ঘেউ ঘেউ ডেকে ওঠে ! কি ভয়াল ! ভীষণ সে সুর !
দূরে গেছে দ্যুলোকের দ্যুতিময় সে স্বর্গীয় শোভা,
অন্ধকার কালো বক্ষে, —কই জ্বলে জীবনের প্রভা ?

ওগো নারী কোথা তুমি ? প্রেম তব কই কোথা গেলো ?
সে হেসে করিয়া চুরি, —কাম বুঝি ধ্বংস নিয়ে এলো !
যেথায় সবুজ শোভা মাখি লয়ে গাহিত বিহগ
সেথায় মরুর ধূ ধূ ! অগ্নি শিখা ! —কটাক্ষ পলক

চঞ্চল সে শান্তি রস, নারী ওরে হয়েছে রাক্ষসী,
ধ্বংস করে ধরণীরে, কামনার গাঢ়তায় পশি'
দীপ্তি নাই ! তৃপ্তি নাই ! সুস্থ প্রাণে —শোক পরিবেশ
প্রেম শূণ্য প্রাণ বিত্ত, শক্তি কোথা ? শুষ্ক মুক্ত বেশ !

প্রাণ গেছে মৃত হয়ে, জীবনের কোথায় লক্ষণ ?
জীবনের রূপ রস, নারী আনে প্রাণের দীক্ষণ !
প্রেম ওরে সুকষিত, প্রেম ওরে দেবতার দান্
প্রেম যে গো জীবনের গীতি ; প্রেম যে গো মুক্ত মহিয়ান ।

রূপ শুধু ঘৃণিত লালসা, যদি নাহি থাকে ধূপবাস,
পূজা অর্ঘ্য পত্র পুষ্পে, সুবাসিত দেবতার হাস ;
প্রেম আনে পবিত্রতা, —পরিপূর্ণ নারীত্ব স্বভাব,
দেবীত্ব জাগে কি সেথা ? —জ্যোতি কই স্বরূপ প্রভাব ?

ওগো নারী, কোথা তুমি ? —আজো কোথা ? কোথা আজো তুমি ?
আজো কি পুরুষ প্রাণে কোন রূপে সর্ব্ব স্থান চুমি ?
সে দেবী কোথায় গেল, আঁধারিয়া ধরণীর বুক ?
মৃত্যু বুক কালকূট !   ধরণী কি বাক্‌শূণ্য মুখ ?

রূপময়ী সুকোমলা জীবনের পুষ্পের সুবাস,
নহ কিগো প্রাণে তুমি দেবতার স্বর্গীয় প্রকাশ ?
গরিয়সী দেবী তুমি, অন্তরে যে শক্তির জোয়ার
পুরুষের প্রাণ তুমি, —জীবনের খেলার দুয়ার !

জাগো তুমি জীবনেতে, অন্তরের রস গীতি হয়ে,
খোল দ্বার মুক্ত করি, এস সেথা তব বাণী লয়ে,
তুমি ছাড়া অপূর্ণ যে —পুরুষের পৌরুষ প্রভাব,
ক্রীড়া শূণ্য শব সে যে, —অচেতন্ —তাহার স্বভাব !

১৩ই আশ্বিন '৫৭ ।
শনিবার ।

মানুষ কি স্বাধীন ?

মানুষ জনম, মানুষের দেহ, মানুষ বুদ্ধিমান
লভিয়া মানুষ পশুর প্রকৃতি—এই নিদর্শন ?
মানুষ ধরমে, করম যদি না, মানুষের মত হয়
তবে সে মানুষ, স্বাধীন কোথায়—মুক্ত ও নির্ভয় !

বিবেক, বুদ্ধি, বিচার, আচারে,—তাহার মানস মাঝে
করমে ঝলিয়া না হয় প্রকাশ,—তবে তো সবই বাজে ?
জীবনে আচরি কর্ম্ম আহব—প্রাণের সত্য দিয়া
স্বাধীন মানুষ তবে সে কোথায় ? মানুষের দেহ নিয়া ?

মানুষ দেহের প্রতি অণু যদি কেবলি বৃথায় হয়,
মানুষ ভাবায় যদি নাই ভয়, ত্যাগের দীপ্ত জয়,
আহারে বিহারে পশু আচরণ, পশুবৎ বিচরণ
কেমনে মানুষ স্বাধীন তবে সে ? মানুষের চিন্তন্ ?

যেথায় রুদ্র, সেথায় কোমল, কুটিলতা মাঝে সোজা,
সেথা কি মানুষ, মানুষের রূপে বহিছে দেহের বোঝা।
জীবন যদি না মুক্তির সুখে,—নাহি কভু ঝলমলে,
স্বাধীন মানুষ, মানুষের দেহে কই ধরণীর তলে ?

চিন্তার রাশি অফুরানো হয়ে—সৃজনের কথা লয়ে,
নব নব রূপে চিরনব ধ্যানে,—জ্ঞানের গরিমা বয়ে,
যদি না কখনো বাধাহীন হয়ে দুর্বারে ছুটি চলে,
স্বাধীন স্বচ্ছ মুক্তির গান—শুধু কি কথার ছলে ?

নিখিল ব্যথার বেদনার গান, যেথা কারে আনচান্
সেথায় মানুষ কই বেদনায়, করেছেকি কভু স্নান ?
স্বপন নহে তো জীবন ওরে রে করম বন্ধ্ বাঁধা,
গোটা জীবনেতে, নারীও পুরুষ, স্নিগ্ধ রৌদ্র গাঁথা ।

করম স্বপনে সমুজ্জল সে যে, নব নব রস পানে,
মানুষ তাহার ভরপুর সদা ; মুক্ত জীবন গানে,
প্রাণ তার সদা আহবে ছুটেছে,—নূতনে করিয়া জয়,
স্বাধীন মানুষ, মুক্ত মানুষ—সদা সে নির্ভয় ।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ে দেখিতে,—মানুষের আগমন্
মানুষের দেহে—পশুর দেবতা, তাই করে বিচরণ
মানসে তাহার অতি অদ্ভুত, কত খেলা যায় খেলে,
কভু গড়িতেছে, কভু ভাঙিতেছে—তাই সে যে অবহেলে ।

স্বাধীন মানুষ সত্যেরে পায়,—গভীর ধ্যানে ও জ্ঞানে
আত্মার সেই শাশ্বত রূপ, ত্যাগ তিতিক্ষা দানে
স্বাধীন মানুষ মুক্ত কথার বারতা আনিছে বয়ে,
মানুষ স্বাধীন চির সে নবীন—নব নব কথা কয়ে ।

নারীও পুরুষ এক হয়ে চলে, জগত করিতে জয়,
তাই দোঁহে বাঁধা একের মিলনে,—অদ্ভুত পরিচয়,
জীবনের ধারা মহাকালে ছোটে, বিরাম বিহীন হয়ে
গড়িছে জগত, ভাঙিছে জগত,—কত না খেয়াল লয়ে ।

মানুষ, মানুষি—মানুষের দেহে জাগিয়া করিছে খেলা,
বিধাতার লীলা, সৃজনেতে শুরু, নিখিল প্রাণের সে খেলা,
বহুধারা লয়ে প্রকাশ তাহার—কত রূপে রসে, গানে,
সীমার বাঁধন টুটিয়া কাটিয়া—ছুটিছে অসীম পানে ।

প্রাণের প্রকাশ মানুষের মাঝে জীবন স্ফূরতি ঢালি'
কালের বুকেতে তাথৈ নাচিছে,—তাই বুঝি মহাকালী ?
কভু সে ভদ্রা, কভুও রুদ্রা,—রূপ তার অভিনব,
মাতোয়ারা হয়ে সৃজনের রসে আনে কতো বৈভব।

জগত তাই তো বসুময় ওরে ; প্রকৃতি ঢেলেছে রূপ
গানের ব্যথায় নিবিড় হইয়া—তাই সে যে অপরূপ
যৌবন তার উপচিয়া পড়ে সকল অঙ্গ হতে
নারী ও পুরুষ—মিলন হরষে—নব নব আদলতে।

তাই এতে রূপ, এতো রস তার—মানুষ সৃষ্টিরাজ
বিহ্বল হয়ে সৃজনেতে হারা—এই ধরনীর মাঝ
মুক্ত তাহার চলন সদা যে, জগত প্রাণের পরে
ধ্যানের জগতে মানুষ ছুটেছে,—মুক্ত জীবন তরে !

২১শে আশ্বিন '৫৭।
রবিবার।

জীব শ্রেষ্ঠ মানুষ

বাস্তব আর আত্তিক মাঝে, শক্তি না রহে যদি
বৃথায় বাইবে বহিয়া জীবন—মহাকালে নিরবধি !
অসৎ সত্তের সংঘাতে ফোটে, বহু বিচিত্র রস,
মানুষ আসিছে জগৎ মাঝারে—শুধু সে কর্ম্মে বশ ।

সকল কাজেরি আছে কলাফল, বিফলে কভু না যায়,
করম ছাড়া যে সৃজনই বৃথা ; জড় সে যে প্রতি পায় ।
ধ্বংসের মাঝে সৃজন আসিছে—পরম খেয়াল বশে
লীলার শেষ তো নাহিক কোথায়—লীলা চলে রসে রসে ।

যেথায় আদি, তারও আছে শেষ—শেষের রয়েছে আদি,
আদি ও অন্তে প্রান্তে প্রান্তে রয়েছে দিবস রাত্রি,
শক্তির মাঝে মুক্তির খেলা, জয়ে আছে পরাজয়,
অন্ত বিহীন হইয়া ছুটেছে,—কই তার কোথা ক্ষয় ?

সাধু ও অসাধু, ভাল ও মন্দ, সবই আছে প্রয়োজন,
মৃত্যুর মাঝে অমৃত গন্ধের—তাই এতো আয়োজন ;
রুদ্রের রূপে—মাধুরী—কোমল, অমল সুখদ ভাবে
লাভালাভ আর জয় পরাজয়—জীবনেরি প্রভাবে ।

অসুর, দানব, দেবতা মানুষ—মানুষেরি মাঝে আছে,
মানুষের রূপে তাই উল্লাসে কতো সুর লয়ে বাজে,
বিধাতা মানুষে কতো জানাজানি, কতো ভাবে কাছাকাছি,
মানুষ তাই তো উঠিছে ফুটিয়া—সৎ ও অসতে বাছি !

ছোট বড় আর ধনী নির্ধন,—সেও তো তাহারি কাজে,
মূর্খ ও জ্ঞানি, জড় ও চেতন, সবই সে করম-মাঝে,
এক জনমের করমের ফল, আরেক জনমে ফুটি
প্রকাশিত হয় কতো রূপ লয়ে—বহু জনমেতে উঠি।

বৃথা নাহি যায়—হায় নাকো বৃথা, করমের ফলাফল,
জমা রয়ে যায় ফলিতে অপর জনমে হতে সফল,
জীবনের রূপ করম লইয়া—প্রাণ ধারা আগে পাছে,
করম লইয়া জীবন মরণ—মানুষ জনম কাছে।

সৃষ্টির মাঝে যতো জীব আছে, মানুষ শ্রেষ্ঠ জনম্,
এই বসুধায় বসুময় বুকে, অশেষ তাহার করম ;
পশু দেহ সম মানুষের কায়া,—শুধু ওই টুকু নয়,
মন ও বুদ্ধি, বিবেক, বিচার লইয়া মানুষ হয়।

এ' সব লইয়া করম ফুটিছে—বাসনার অনুযায়ী,
পাপ ও পুণ্য করম লইয়া—মানুষ হইবে দায়ি,
বিধাতা তাহারে দিয়াছে অশেষ—নাই তার লেখাজোখা
তাই তো মানুষ বহু বিচিত্র —চরিত্র তাহার চোখা !

সেই পুরাতন যুগ বুকে লয়ে, নূতনে লভিছে মানুষ,
কতো উত্থান পতনের মাঝে, মানসে ধরিয়া হুস
চলিছে ধাইয়া সমুখে তাহার কতো কল্পনা আঁকি,
কর্ম্ম সিন্ধু আলোড়িত করি, শত বাসনায় থাকি।

সৃজন তাহার ফুটিছে করমে কল্প-স্বপ্ন মাঝে,
বিচিত্র রূপে সব রস লীলা মানসে তাইতো রাজে,
প্রাণের রঙ্গে শত তরঙ্গে খেলা করি মিশবরি
উঠিছে প্রকাশি রসো উল্লাসি—সকল বাঁধারে বোধি।

সভ্যতা দিয়া শিক্ষারে গড়ে, বিবেক দীক্ষা পেয়ে,
দয়া, মায়, স্নেহ, ত্যাগ, তিতিক্ষা—শান্তি করিতে নেয়,
জীবনের আলো দিয়াছে, জড়ায়ে ধরিয়া বুকে,
জগতের প্রতি অণুর কণারে,—ত্যজিয়া সকল সুখে।

এই মানুষের কাজের মাঝারে—দেবতার যাওয়া আসা,
এই মানুষের মানস গভীরে, ভগবান বাঁধে বাসা ;
মানুষই জানে ভগবানে শুধু—বিশাল সৃজন মঝে,
তাই প্রকাশিত রূপে রসে এতো, তাহার সকল কাজে।

অশেষ তাহার মানস সৃজন, নাহি তার কোন শেষ,
যুগে যুগে তাই সে আসরে যায়, বহু বিচিত্র বেশে,
প্রতি রূপ রসে চির সে নবীন—নব নব সন্ধানে,
জাগিয়া উঠিছে মহাকাল বুকে,—জীবনের প্রতি গানে।

৩ই আশ্বিন '৫৭।
শনিবার।

বিষের হাওয়া

কি হাওয়ারে বইছে আজি এই দুনিয়ার মাঝে,
বিষের মত বিষিয়ে দেছে যেন সকল কাজ,
স্বভাব আর সুচরিত্র শুধুই কথার কথা,
সতীত্বের আর নাইকো আদর চলছে প্রমর্ত্ততা।

মানুষ যদি শ্রেষ্ঠ সৃজন, পশুতে কি ভেদ্
মনের প্রসার কোথায় দেখি ? বাড়ায় কেবল মেদ,
মহামানব মরে গেছে, মহত্বের নাই দাম,
ত্যাগের শিখা নিভে গিয়ে বাড়ছে কেবল কাম।

সব দুনিয়া ভরে গেছে ছাগল গরু ও গাধায়
ভাল কাজ করতে গেলেই গণ্ডগোল যে বাধায়।
জীবন ধারা চলেছে যেন পশুর জীবন সম
ক্ষুদ্র স্বার্থে ডুবেছে নর, মন হয়েছে তম।

মানুষ আর মানুষ নয়,—হন্যা খ্যাপা কুকুর
কথায় কথায় আসে তেড়ে হাতে নিয়ে মুগুর,
দয়া, মায়া, মানবতা কেত্তাবেতেই আছে ;
কামের ভোগ মানুষেরি সদাই কাছে কাছে

নারী আজি লক্ষ্মীছাড়া অলক্ষ্মীরে পূজে,
যত কুকাজ এই জগতে তাই নিয়েছে খুঁজে,
ভাল কাজের নাই সমাদর মন্দ চলে বেশ
সাধুর বেশে মিথ্যা চলে সাধুত্বের নাই লেশ।

দুনিয়া যে গো হয়ে গেছে বিবেকে জর্জর
শান্ত হবে হায়! কবে রে—দুনিয়া অন্তর?

৮ই ফাল্গুন '৫১ ।
শুক্রবার ।

মহাপুরুষের আগমন

মানুষের মত মানুষ হওয়া নয়কো মুখের কথা,
মানুষ হতে বুঝতে হবে সমপ্রাণে ব্যথা।
মানব জনম পুণ্যে কতই এই মানুষে পায়,
সেই জনম যে পেয়ে মানুষ কুকার্য্যে হারায়।

বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য এই মানুষের দেহে
এসেছিলেন হেথায় নেমে লয়ে দয়া-স্নেহ,
তাঁদের পূত আগমনে, প্রেমে, জ্ঞানে, ধরা
স্নিগ্ধ আলোয় জ্যোতির্ম্ময়ী পবিত্র অপরূপা,

পাপের মাঝে পড়েছিল পুণ্যেরই কিরণ,
দুঃখ, গ্লানি দূরে ছিল অদ্ভুত ধরণ!
প্রেমের জ্ঞানের দীপ হাতেতে সমপ্রাণ লয়ে,
এই মানুষেই চেয়েছিলেন প্রেমের বাণী কয়ে।

মহাশিক্ষা দিয়ে তাঁরা প্রেমের আকর্ষণে,
মানবেরে বেঁধেছিলেন সুধারই বর্ষণে,
পাপী তাপি কারও কভু উপেক্ষা না করি
গাঢ় আলিঙ্গণের বুকে নিয়েছিলেন ধরি।

ব্যথায় মহিমারে লয়ে এসেছিলেন তাঁরা
হাতে ধরে যে তুলতে স্বতঃই দুঃখী ব্যথিত যারা।
মহাপুরুষ আসেন হেথায় দুঃখী পাপীর তরে
প্রেম বিতরে অকাতরে, গাঢ় প্রেমের ভরে।

•

৮ই ফাল্গুন '৫৭।
শুক্রবার।

ভক্তের ভগবান

ভগবান যে ভক্তে আছেন অভক্তেতে নন্
প্রেমের ভগবান যে তিনি প্রেমেই যে বশ হন্,
তাঁরে পাওয়া সোজা হবে যদি সোজা থাকো
বেকা হলেই বেকা বড়ই, তাই অনুরাগ রাখ,

সোজা করে দাও না ছেড়ে তোমার ও মনটারে
দেখবে কতই সোজাভাবে পাবে তুমি তাঁরে,
দয়া তাঁহার অসীম বড়ই, তিনি পরম দয়াল।
কুটিল কুজন যে জন হবে, তারই কাছে ভয়াল,

পাপীর তিনি পরিত্রাতা, পাপীর তরেই তিনি,
তাঁর করুণার বন্যা বহান করুণাতেই চিনি।
অনাথের নাথ অনাথ-শরণ পাপের করেন হরণ
আকুল মনে দাও না ছাড়ি জড়িয়ে ধরি চরণ,

বাক্য মনের অতীত তিনি, মেধার ও যে অতীত,
ডাকার মতন ডাকলে পরেই হবেন উপনীত।
কর্ম্ম তোমার যত তারেই কর সমর্পণ,
দেখবে কর্ম্ম আনবে বহি কতই সুদর্শন।

মানুষ দেহ পেয়েছ যে অনেক সাধন বলে,
বিশ্বাসেতে দাও বিলিয়ে চরণ শতদলে।

৬ই ফাল্গুন '৫৭।
ভবানীপুর।

প্রকৃতি

প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে কি কভু কিছু হয়,
প্রকৃতিরই মাঝে সবের জনম ও বিলয়,
জড় জগত চলছে সদাই বাধা নিয়ম বলে,
দেখার জগত দেখ কতই চলে কি কৌশলে ?

আকাশ, বন, চাঁদ, সূর্য্য, গ্রহ, তারার দল,
এই পৃথিবী সে-তো চলে নিয়মে অটল,
নিয়মেতে সবাই চলে,—নিয়ম ছাড়া নহে,
বে-নিয়মে চললে পরে—কোথায় জগত রহে ?

জীব ধরমে জীব চলেছে করি আহার বিহার,
জনমের পর জনম লয়ে হতেছে সংহার।
এই প্রকৃতি সবার মা, বিশ্বপতি পিতা,
ক্ষুদ্র বৃহৎ তাঁদের অধীন তারাই মোদের মিতা।

বিবর্ত্তনবাদ ঘুরছে সদাই মহাকালের চাকায়,
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের ছবি সে যে আঁকায়,
এই ছবিরই কোথাও কোন নাইকো কভু শেষ,
চিরন্তের ধারায় চলি হতেছে অশেষ।

সৃজন, প্রলয় শৃঙ্গ ফুঁকি বাজান মহাকাল,
মহাকালীর নৃত্যে সৃজন—তরঙ্গ উত্তাল,
কোন জ্ঞানেতে ধরবে তুমি সৃজনেরই শেষ
বিধাতারই বিধান বলে, সৃজন যে অশেষ।

৮, ফাল্গুন, ৫৯।
শুক্রবার

ভালে-মন্দ

দুঃখ যদি না রহিত সুখের মাঝে মোর
 তবে যে মোর জীবন ধরা হতো বিষম ঘোর।
অন্ধকারের বুকে যদি না জ্বলিত আলো,
 তবে তো এ জগত হতো গাঢ় কুটিল কালো।
ভালোর মাঝে মন্দ যদি না করিত বাস,
 কোথায় তবে পেতাম আমি আনন্দ উল্লাস ?
জীবন ধারা বইত যদি সহজ ধারা নিয়ে,
 কি করিয়া বুঝতাম কুটিল—কোন বুদ্ধি দিয়ে
জীবন যদি রইত কেবল হয়ে ধোপার পাটি
 তবেতো মোর জনম যাপন একেবারেই মাটি।
অভাব অনটনকে যদি না চিনিতাম মনে
 স্বপন হতো জীবন মম সদাই ক্ষণে ক্ষণে।
গরল যদি না রহিত এই জগতের মাঝে.
 কি করিয়া চিনতাম সুধা আমার প্রতি কাজে,
কার্য্যেতে মোর কভুও যদি না আসিত কু,
 একটা নিয়ে থাকলে পরে অচল যে জীবন,
বহুর পরিচিতির মাঝেই জীবনের স্ফুটন।
 ভাল-মন্দে জড়িয়ে আছে জগত সংসার,
সব পরিচয় নিয়েই হবে প্রাণের সমাহার।

৯ই ফাল্গুন '৫২।
 শুক্রবার।

প্রকৃত বীর

বীর বলি তারে আমি—যেই মহাত্যাগী,
ত্যাগের নিশান ধরে; নহে স্বার্থ ভাগী;
মৃত্যু রাখি' পদতলে,—পরার্থেতে চলে;
সব বাধা ছিঁড়ে' ফেলে,—বীরত্ব কৌশলে;

এই নর, নর শ্রেষ্ঠ—সব নর মাঝে,
বীরত্ব স্বপনে মাতে জাগি' প্রতি কাজে,—
ছুটে চলে সমুখেতে তনু-শিখা জ্বালি
কণ্টক পথেতে চলে দিয়া করতালি;

লক্ষ্য তার একই দিকে,—এক চিত্ত নিয়ে,
দুর্ব্বলেরে করে ত্রাণ—তীক্ষ্ণ অসি দিয়ে;
নিত্য মনে প্রজ্জ্বলিত উদগ্র ভাবনা;
অন্তর অগ্নির রসে সঞ্জীবিত রহে

মুক্তির পতাকা করে সদা সে যে বহে;
দুরন্ত সাহস বুকে অমেয় যে বল,
সর্ব্ব বাধা অতিক্রমি' চলেছে কেবল,
রক্ত-মাংস-কায়া মাঝে যেন মহাতেজ

মানসে আনেনি স্বপ্নে ভোগের আমেজ।
বীর শ্রেষ্ঠ এই নর—নরের প্রধান
রক্ত মাংসে জ্বলিতেছে—অগ্নি উপাদান্।

৬ই ফাল্গুন '৫২।
শুক্রবার।

স্বর্গীয় ধরণী

মানবে মানবে যদি দ্বন্দ্ব না রহিত
কত না সুন্দর হত —চিত্ত বিমোহিত,
গানে গানে ভরে যেতো তবে এ' ধরণী,
স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যেতে কত অপূর্ব্ব বরণী।

দয়া তবে ঝরিতো গো মন্দাকিনী হয়ে
মহত্ত্ব বিভব লয়ে চলিত যে বয়ে
দিব্য তার শুভ্রবেশ ধরিয়া ধরণী
মাতা হত মূর্ত্তিমতী —মাতৃত্বের খনি।

মানব জীবন হত পুণ্যের আধার,
স্বর্গসম হয়ে যেতো মানব সংসার,
অপূর্ব্ব শিক্ষার ধারা মনেতে জাগিয়া,
গড়িত সকল চিত্ত সদা বিরাজিয়া,

কুকথা যাইত দূরে সুবাক্য ভাষণে,
সুবাসিত হতো প্রাণ অমৃত ক্ষরণে,
হিংসা হানাহানি সব শূন্যেতে মিলায়ে,
স্নিগ্ধ শান্তি আনি দিতো মন ছায়ে ছায়ে,

পাপ-তাপ না আসিত কোন কিছু আর,
জগতে ভরিয়া যেতো স্বর্গ সংস্কার,
মানব দেবতা হতো ত্যজি অহংকার,
মানসে বাজিত কতো সুরের ঝঙ্কার;